আদেশবাদ

এবং

তৎসম্বন্ধীয় বিচার।

শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

ঢাকা

ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে শ্রীনবীনচন্দ্র দে

প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৮৭৯। ১৫ই জুলাই।

মূল্য ।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

"সমদর্শী" নামক সাময়িক পত্রিকাতে শিবনাথ বাবুর লিখা পাঠ করিয়া আদেশের মতসম্বন্ধে অনেকের ন্যায় আমারও মনে ভয়ানক সংশয় উপস্থিত হয়। তদবধি আমি আর সাহস পূর্ব্বক এতদ্বিষয়ক প্রশ্নটীকে সম্মুখীন ভাবে অবলোকন করিতে পারি নাই। ইত্যবসরে ঈশ্বরেচ্ছায় কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঢাকাস্থ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে আমিও বিবাহের প্রতিবাদ করি। বিবাহ কার্য্যটী স্বর্গীয় প্রভাবপ্রণোদিত বলিয়া 'মিরার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, আমি কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত কেশব বাবুকে নানা প্রকারে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে থাকি (আমি এ জন্য এখানে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি)। ঘটনাক্রমে এক দিবস ঢাকাস্থ কোন আত্মীয়ের সহিত আদেশ সম্বন্ধে আমার কিছু বাদানুবাদ হয়। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে২ হঠাৎ এ প্রশ্নটী সম্বন্ধে কোথা হইতে যেন এত আলোক আসিতে লাগিল যে তদ্বিষয়ে আমার মনে আর কোন সংশয় রহিল না। তার পর হইতে আমি আমার সহযোগী প্রতিবাদকারী বন্ধুদের সহিত আদেশসম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করি। কিছু দিনের মধ্যেই কলিকাতাস্থ সুপ্রসিদ্ধ ২৩ জন প্রতিবাদকারীদিগের একজন (ইনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু) এই বিবাহ সম্বন্ধে আমাকে একখানি চিঠী লিখেন। প্রত্যুত্তরে আদেশ সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে যাহা লিখি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম প্রস্তাবটী তাহারই প্রায় অবিকল প্রতিলিপি। আদেশ, সম্বন্ধে আমি যে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংশয়ীদিগের সংশয়াপনোদনের প্রত্যাশায় আমি তাহা ঢাকাপ্রকাশ নামক স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করি। অগ্রে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপর "সমালোচক"পত্রিকাসম্পাদক মহাশয়গণকে আমার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত হই। এবং আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা উভয়েই সহসা তাঁহাদের ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিয়া বিচারে প্রতিনিবৃত্ত হই-

বিজ্ঞাপন।

"সমদর্শী" নামক সাময়িক পত্রিকাতে শিবনাথ বাবুর লিখা পাঠ করিয়া আদেশের মতসম্বন্ধে অনেকের ন্যায় আমারও মনে ভয়ানক সংশয় উপস্থিত হয়। তদবধি আমি আর সাহস পূর্ব্বক এতদ্বিষয়ক প্রশ্নটীকে সম্মুখীন ভাবে অবলোকন করিতে পারি নাই। ইত্যবসরে ঈশ্বরেচ্ছায় কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঢাকাস্থ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে আমিও বিবাহের প্রতিবাদ করি। বিবাহ কার্য্যটী স্বর্গীয় প্রভাবপ্রণোদিত বলিয়া 'মিরার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, আমি কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত কেশব বাবুকে নানা প্রকারে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে থাকি (আমি এ জন্য এখানে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি)। ঘটনাক্রমে এক দিবস ঢাকাস্থ কোন আত্মীয়ের সহিত আদেশ সম্বন্ধে আমার কিছু বাদানুবাদ হয়। তাঁহার সহিত আলাপ করিতেং হঠাৎ এ প্রশ্নটী সম্বন্ধে কোথা হইতে যেন এত আলোক আসিতে লাগিল যে তদ্বিষয়ে আমার মনে আর কোন সংশয় রহিল না। তার পর হইতে আমি আমার সহযোগী প্রতিবাদকারী বন্ধুদের সহিত আদেশসম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করি। কিছু দিনের মধ্যেই কলিকাতাস্থ সুপ্রসিদ্ধ ২৩ জন প্রতিবাদকারীদিগের একজন (ইনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু) এই বিবাহ সম্বন্ধে আমাকে একখানি চিঠী লিখেন। প্রত্যুত্তরে আদেশ সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে যাহা লিখি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম প্রস্তাবটী তাহারই প্রায় অবিকল প্রতিলিপি। আদেশ, সম্বন্ধে আমি যে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংশয়ীদিগের সংশয়াপনোদনের প্রত্যাশায় আমি তাহা ঢাকাপ্রকাশ নামক স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করি। অগ্রে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপর "সমালোচক"পত্রিকাসম্পাদক মহাশয়গণকে আমার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত হই। এবং আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা উভয়েই সহসা তাঁহাদের ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিয়া বিচারে প্রতিনিবৃত্ত হই-

লেন—নবকান্ত বাবু একবার বৈ আর লিখিলেন না,—সম্পাদক মহাশয় আরো এক আধ বার অপ্রাসঙ্গিক দুই একটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন! প্রতিবাদকারী বন্ধুদের প্রধান দুই জন অধিনায়ককে আদেশের বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমি বাস্তবিক মনে করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা তদ্বিষয়ক বিচারে যে পর্য্যন্ত না সত্যের স্থায়ী ভূমিতে উপনীত হইবেন সে পর্য্যন্ত তাঁহারা আমার সহিত বিচার করিতে থাকিবেন। কিন্তু কার্য্যে তাঁহাদের আচরণ তদ্বিপরীত দেখিয়া আমি যে কতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। ফলে সত্য বুঝন কিংবা বুঝানের সংকল্প করিয়া বন্ধুগণ কিরূপে যে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইতেই বিচারে পরাঙ্মুখ হইলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিনা। আমার বিচারপ্রণালীতে দোষ থাকিলে তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল, অথবা আমার বিচার ন্যায়ানুগত হইলে সরল ও উদারভাবে স্ব স্ব মত-দৌর্ব্বল্যের বিষয় স্বীকার করা বিধেয় ছিল। যাহা হউক, বিষয়টীর গুরুত্ব বিবেচনায় আমি ঢাকাপ্রকাশে তদ্বিষয়ে আরো ২। ৩টী প্রস্তাব লিখিয়া অবশেষে তাহার উপসংহার করি। এই প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া কেহ কোন উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ও মাননীয় বন্ধু প্রস্তাবগুলিকে পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করেন। এমন কি একজন তাৎকালিক সংশয়ী কিন্তু ইদানীন্তন বিশ্বাসী বন্ধু ব্যয় বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া অবশেষে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইহা সাধারণের হস্তে পড়িয়া কিরূপ কার্য্য করিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি আমাকে যেমন একটী সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আদেশ বিষয়ে সমুচিতরূপে আলোকিত করিয়াছেন, তেমনি তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সূত্র ধরিয়া সংশয়ীদিগকে স্ব স্ব ভ্রম দূর করিতে সক্ষম করুন।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

অবতরণিকা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যতদিন মত ও কথার ধর্ম্ম ছিল, ততদিন তাহাতে কাহারো —অন্ততঃ কোন ব্রাহ্মের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেই তাহা অল্প অল্প করিয়া জীবনের ধর্ম্ম হইতে লাগিল, অমনি লোক সকল তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ জাতির বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিতেন, তৎপ্রতি কাহারো কোনরূপ বিরাগ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, অনেকে বরং তাহাতে সায় দিয়া যাইতেন। কিন্তু কেশব বাবু সমাজে আসিয়া যখন পৈতা ফেলার গোল তুলিলেন; তখনই আগুন লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ দেখিলেন সেনজা বড় সহজ লোক নহেন। তদবধি তিনি সমাজের পার্শ্বে একটী কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন। যাহা হউক, সমাজ শীঘ্রই পার্শ্ব হইতে এই কণ্টক দূর করিলেন—কতিপয় বন্ধুর সহিত সেনজা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইলেন। কিন্তু তিনিও ছাড়িবার লোক নন—তিনি অনতি কাল মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন। অপিচ তিনি তাঁহার বাগ্বৈদগ্ধ্যের জ্বালায় সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন—এখানে মাতা পিতার আর্ত্তনাদ, ওখানে গুরু পুরোহিতের ত্রাহি রব; এখানে সম্পাদকদিগের মনস্তাপ; ওখানে পাদরী সাহেবদিগের সর্ব্বনাশ। কিন্তু এই গোলে 'ইয়ং বেঙ্গল' বড়ই মাতিলেন—এদল গণ্ডায় গণ্ডায়, কাহনে কাহনে আসিয়া সেনজার শিষ্য হইতে লাগিলেন। সমস্ত দেশ ব্রাহ্ম হইয়া উঠিল—'এম এ', 'বিএ', 'রামদাস' 'শ্যামদাস' সকলই ব্রাহ্ম! কিন্তু ইঁহাদের এক দলের বড়ই প্রাদুর্ভাব— ইঁহারা 'আনুষ্ঠানিক উন্নতিশীল' ব্রাহ্ম। ইঁহারা মা ছেড়েছেন, বাপ ছেড়েছেন, পৈতৃক ভিটা মাটি সব ছেড়েছেন, ইঁহাদের কাছে দাঁড়ায় কে? ইঁহারা সকলের প্রতিই দৌরাত্ম্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেচারা 'জ্ঞানাভিমানী বিদ্বান্' ব্রাহ্মগণকে ইঁহারা যে ভাবে মাটি করিয়াছেন, এমন আর কাহাকেও নহে। আহা! গরীবগণ ব্রাহ্ম সমাজের কেমন হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন—ইঁহারা এখানে সমাজ করেন, ওখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা

করেন, এবং কোথাও বা বক্তৃতা দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বর্গে তুলিয়া দেন। কিন্তু 'আনুষ্ঠানিকেরা' বড় পিড়াখান ছাড়েননা। 'বিদ্বানেরা' ইবা কিরূপে 'মূর্খ ও দরিদ্র আনুষ্ঠানিক' দিগকে 'অগ্রণী' বলিয়া স্বীকার করেন? বিদ্বানই হউন আর অভিমানই করুন, ইঁহাদের গায় যে কপটতার দুর্গন্ধময় একটুকু ক্ষত ছিল, দাম্ভিক 'আনুষ্ঠানিকেরা' সেই ঘাতেই তাঁহাদের বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গরীবেরা আর কি করেন—ভগ্ন হৃদয়ে বিদ্বানেরা অবশেষে জন্মের মত ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় লইলেন, আর কেহ কোম্‌ট্, কেহ মিল্, কেহ ডারুইন্, কেহ মেকিয়েভেলি, আর কেহ কেহ বা বৃদ্ধ ত্রাণকর্ত্তা 'বেকনের' ই শরণাগত হইলেন। এ সময় দাম্ভিক "আনুষ্ঠানিক" দিগের বেগ আর থামে না। থাম্‌বেই বা কেন? কেবল "জাতকর্ম্ম," "নামকরণ," ১৪ বৎসর বয়সে কন্যা বিবাহ দেওয়া, আর ৮ দিন পর মন্দিরে নিয়ে দেহটাকে ফেলা বৈ তো নয়? সেনজা দেখিলেন বড় বিপদ—ইনি এখন শিষ্যদিগকে লইয়াই টানাটানি আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা দিনের মধ্যে ৫। ৭ বার উপাসনা না করেন, যাঁহারা প্রার্থনার সময় জলপ্রপাতের বেগে চক্ষু হইতে বারিধারা না ছাড়িয়া দেন, যাঁহারা অর্দ্ধ দিন ধ্যানে অতিবাহিত করিতে অক্ষম, কেশব বাবু আর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে চান না। কি উৎপাত! যাঁর জন্য ধন মান সকল বিসর্জ্জন দিলাম, তিনিই এখন উনবিংশ শতাব্দির সভ্যতার বিরুদ্ধে "ভক্তি," "বৈরাগ্য," ও "আদেশ," প্রভৃতি বিষয়ক পুরাতন ভ্রম ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া ফেলিলেন! কিন্তু ইঁহাদের দল পুষ্ট—ইঁহারা সহজে ছাড়িবেন কেন? অমনি কাণাকাণি, হাঁকা হাঁকি আরম্ভ হইল, সাময়িক সংবাদপত্র বাহির হইল, প্রার্থনার বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিত হইল, নরপূজা বিভীষিকার উচ্চনাদ গগণ মেদিনী বিকম্পিত করিয়া তুলিল, বৈরাগ্যের চিন্তা বসুন্ধরাকে অধীরা করিয়া ফেলিল। সেনজা বুঝি এবার গেলেন? তাওতো নয়, তিনি দেখি এখনও বক্তৃতা ঝাড়েন, আশ্রমপ্রতিষ্ঠা

করেন, 'সুলভসমাচার' বাহির করেন, এবং 'মিরারের' দেহ পুষ্ট করেন। সেনজা এ ধাক্কাও সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু হইলে হয় কি? —"মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়?,, তিনি আর কত কাল লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া বেড়াইবেন? এবার তাঁহার জন্য কুচবিহারের ফাঁদ আসিল। তিনি তাহাতেই ধরা পড়িলেন। এক দিনের হস্তোত্তোলনেই "ধ্যান" "ধারণা," "ভক্তি," "বৈরাগ্য ,, ও "আদেশাদি,, ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদূরিত হইয়া গেল। এইরূপে "সেন ,, ও "সেনপন্থীরা ,, দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইলেন। [পুলিসের সাহায্যে মন্দির দখলে থাকিলেও "অব্রাহ্ম" বলিয়া ইহাঁরা "আনুষ্ঠানিক দিগদ্বারা" ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইয়াছেন]।

পাঠক! ব্রাহ্মসমাজের এসকল বিবাদও বিখণ্ডনে তুমি অবশ্যই উন্নতির সহিত রক্ষণশীলতার সংঘর্ষণ, স্বর্গের সহিত পৃথিবীর সংগ্রাম দেখিতে পাইতেছ। তুমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য না হইলে, উন্নতি কোন দিগে, তাহা হয়তো অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। নূতন সমাজের সভ্য হইলে, তোমার জন্য একটুকু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে সার বস্তু কি? ব্রাহ্মগণ আপনারা কি দেখিয়া এখানে আসিলেন? আপনারা ধন মান যশের জন্য এখানে আসেন নাই, সমাজসংস্কারের জন্য জাতির মস্তকে পদাঘাত করেন নাই এবং নৈতিক উন্নতির জন্যও জননীর কোমল বক্ষে বজ্রাঘাত করিয়া তাঁহার নয়নাশ্রুতে ধরাতল পরিপ্লুত করেন নাই। ঈশ্বর প্রেমের চাক্ষুষ মূর্ত্তি পরমারাধ্যা জননীর সুপবিত্র অশ্রুবিন্দু কেবল তাঁহারি জন্য মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারে, যাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তিনি এই পৃথিবীকে স্বর্গ করিয়াছেন। ফলে পবিত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুর জন্য যদি আমরা মা বাপকে কাঁদাইয়া থাকি, তবে আমাদের ন্যায় নরাধম পাপিষ্ঠ এই ধরাধামে আর কেহই নাই। কিন্তু আমি ভরসা করি ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে আর কিছু খুজিতে আসেন নাই। তবে কিনা কার্য্যে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়—সাধা-

রণতঃ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব অনেক কম। সত্য বটে আমরা উপাসনা অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকি, কিন্তু সরলভাবে বলিতে গেলে এগুলি এক প্রকারের যান্ত্রিক কার্য্য ভিন্ন আর কিছু নয়—অভ্যাসের জোরে তাহা আপনা হইতেই সম্পাদিত হয়—জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া আমরা তাহা করি না। অথচ সমাজে আসিবার কালে আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কেবল "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন„ করাকেই আমরা "ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল" বলিয়া মনে করিব। কিন্তু আমরা কি বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিতে পারি যে এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য আমরা উপযুক্তরূপে যত্ন করিতেছি? কেশব বাবু সরলভাবে আমাদের ত্রুটির কথা বলেন বলিয়াইতো সকলের নিকট তিনি এত অনাদৃত ও ঘৃণ্য হইয়াছেন; আর তাহারা তাঁহার জীবনে এত দোষ দেখিতেছে। কিন্তু কেশব বাবুর জীবন যেরূপই কেন হউক না—তিনি সমাজের অগ্রণী না হইয়া পিশাচদিগের প্রপিতামহ হইলেও—তাহাতে আমাদের ত্রুটি ঢাকে কোথা? প্রতিবাসীকে দোষী করিলেই কি আমরা নির্দ্দোষ হইলাম? তাহা কখনই নহে—আমাদিগকে ধার্ম্মিক হইতেই হইবে। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা ভাল করিয়া জানেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, কেশব বাবুর বিগত বিশ বৎসরের উপদেশ ও শিক্ষা কেবল আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবার জন্যই। ইংরেজী ১৮৬০ সনের জুলাই মাসে কেশব বাবু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—"কারণ ধর্ম্ম কি? ইহা কি সহস্র২ দরিদ্রকে সাড়ম্বরে দান বিতরণ করা? ইহা কি একটী জাঁকাল কলেজ প্রতিষ্ঠা, না সমাজসংস্করণের সাহায্য করা? ইহা কি কেবল বদান্যতা, নম্রতা, দয়া বা শিষ্টাচার? বস্তুতঃ কাহারো ইহার একটী বা এ সকলগুলি গুণ থাকিতে পারে, অথচ তিনি ধার্ম্মিক না হইতে পারেন। তিনিই ধার্ম্মিক যিনি প্রত্যেক কার্য্য পরিত্রাণের জন্যই করিয়াথাকেন এবং যিনি ঈশ্বরকে তাঁহার সমুদায়

চিন্তা, সমুদায় ভাব, সমুদায় কথা এবং সমুদায় কার্য্যের কেন্দ্র করিয়া লইয়াছেন। সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক যিনি সংসারের উপর জয়লাভ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের নিকট স্বীয় আত্মাকে উৎসর্গ করিয়াছেন।" (Tract No. 2. page 12)। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা মনে করেন, কেশব বাবু আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে অনেক নূতন মত প্রচার করিতেছেন। বৈরাগ্য, ভক্তি, যোগ, মহাপুরুষ, আদেশ প্রভৃতি বিষয়ক মত, তাহার অন্যতর কয়টী। এ সমুদায়গুলির বিষয় এস্থলে বলা আমার অভীপ্সিত নহে, কেবল আদেশ সম্বন্ধেই দুএকটী কথা বলিতে চাই।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে আদেশের মতটী কি কখনো ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত ছিল না? কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীর প্রারম্ভেই এইরূপ লিখিত আছে—" * * * পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও।" ব্রাহ্মধর্ম্ম, তৃতীয় সংস্করণ, ১ পৃষ্ঠা।

১৭৮২ শকের ভাদ্র মাসে দেবেন্দ্র বাবু বেদী হইতে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করেন—"যখন এইপ্রকারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি; * * *" (ব্রাঃ ধঃ ব্যাঃ প্রথম প্রকরণ ২৩ পৃষ্ঠা)।

অপিচ "তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার আদেশ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছি।" (ঐ ঐ ২৫ পৃষ্ঠা)।

ইংরেজী ১৮৬২ সনের জানুয়ারি মাসে কেশব বাবু এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—"যদ্যপি তাঁহাকে কোন বিশেষ কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ শিশুর সরলতার সহিত তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেন"। (Destiny of Humanlife, page 18.)।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতেই বোধ হয় পাঠক সন্তুষ্ট হইবেন যে আদেশের মতটী নূতন নয়। ফলেও এ মতটী নূতন হওয়া দূরে থাকুক প্রতিবাদকারীদের অনেকে, অন্ততঃ তাঁহাদের অগ্রণীরা ইহাকে বিশেষরূপেই পরিপোষণ করিয়া থাকেন। আদেশ সম্বন্ধীয় আমার শেষ

প্রস্তাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী দিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। এইপুস্তকের ৩৩।৩৪ পৃষ্ঠায় তাহা দৃষ্ট হইবে। আমার উক্ত প্রস্তাব লিখিত হওয়ার পর তত্ত্বকৌমুদী আদেশ সম্বন্ধে আরো স্পষ্টতর-রূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার " শাস্ত্র-পুরাতন ও নূতন „ শীর্ষক প্রস্তাব হইতে আমি নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * * *

"ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হইয়া মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্তে যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, তাঁহার কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহ্য-দর্শী স্থূলচৈতন্তের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম চৈতন্তের বিষয়। যাঁহারা এই সূক্ষ্মচৈতন্য লাভ করিয়া নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের আর নীতি শাস্ত্রের অনুসরণ আবশ্যক হয় না, তাঁহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহাদের শাস্ত্র চির জাগ্রত চির জীবন্ত। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সেখানে কে নীতি শাস্ত্রের মৃত বচন স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করে? সেখানে ঈশ্বরই স্বয়ং শাস্ত্রস্বরূপ। „ তৎ, কৌং, ১ম ভাগ, ২২ সংখ্যা, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

পাঠক বোধ করি এখন দেখিতে পারিতেছেন যে, আদেশ সম্বন্ধে প্রতিবাদকারীবন্ধুদের সহিত আমাদের কোন মতভেদই নাই। ফলে আদেশ কি? তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার কোন কারণই নাই। আদেশ কি? তাহা কি অলৌকিক অস্বাভাবিক কোন ঘটনা? তাহা কখনই নয়। অন্নাহার যদি স্বাভাবিক কার্য্য হয়, সত্য২ ঈশ্বরই যদি আমাদিগকে ক্ষুধা এবং অন্নকে পরিপোষণ শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদেশও সত্য এবং স্বাভাবিক কার্য্য। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যাহা কিছু কেন মনে করুক না, ব্রাহ্মের নিকট আদেশ সেই সৌভাগ্যের অবস্থা, যাহাতে মনুষ্য সাধনার বলে জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্যে প্রত্যক্ষরূপে জীবন্ত জাগ্রত

ঈশ্বরের আজ্ঞানুভব করিতে পারিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ চতুষ্টয়ে লিখিত হইয়াছে যে—

"১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনিই এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্ব শক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

এই চারিটী বীজে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা জানেন যে জগতে প্রকৃত সত্ত্বা ঈশ্বরই—আর যত তৎসমুদায়ই তাঁহার ইচ্ছা এবং অনুগ্রহে অস্তিত্বে আহূত হইয়াছে। সুতরাং কাহারো দ্বারা তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকা আর তাহার বিনাশ হওয়া একই কথা। জড় জগৎ এবং ইতর প্রাণীতে তাঁহার ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকিতে পারে না। কেননা তাহারা লৌহ শৃঙ্খলবৎ নিয়মে আবদ্ধ—তাহারা আপনাপন ইচ্ছায় নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত। অগ্নি ঈশ্বর হইতে যে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সেই শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারে না; বৃক্ষ লতাদি ঈশ্বর হইতে যাহারা যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা তদনুসারে স্ব স্ব জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য। জন্তু জগতে, অন্ততঃ উচ্চ শ্রেণীর জন্তুতে যদিও কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছার আভাস পাওয়া যায়, তথাপি বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা নহে, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাহাদের কার্য্যও যান্ত্রিক, ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত। স্বাধীন ইচ্ছা একমাত্র মনুষ্যেই পরিলক্ষিত হয়—এক নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যই প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে সক্ষম। তবে কি সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মনুষ্যই এত দুর্ভাগ্য যে সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধে যাইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল?

তাহা কখনই নহে, একদিকে সে যেমন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাইতে পারে, আর একদিকে আবার তাহার নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিয়া স্বর্গের সুখ লাভ করিতেও সক্ষম। প্রস্তরের যেমন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাইবার শক্তি নাই, তেমন সে জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য করিতেও সক্ষম নয়। তাহার পাপও নাই পুণ্যও নাই—পুণ্যের ফল স্বরূপ স্বর্গীয় সুখ ভোগের অধিকারও নাই। সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীনতা দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়—সৌভাগ্যেরই। তবে কিনা সতত তাহাকে ঈশ্বরের দিকে তাকাইতে হইবে। ঈশ্বরও আমাদের সাহায্যার্থ আমাদের নিকটই রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু বলেন "আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিবার তাঁহার আরো অধিক প্রয়োজন।" (ব্রাং, ধং, ব্যাখ্যান, ১১২ পৃষ্ঠা)। ফলে যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে, মেষপালক যেমন তাহার মেষপালকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে গমন করে না, তেমনি আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদিগকে এইপৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নহেন। আমাদের স্বাধীনতার উচিত ব্যবহার তাহাকেই বলি, যাহাতে আমরা সচেতন ভাবে স্বীয় ইচ্ছাকে ঈশ্বরের পদতলে বলি দান করিয়া, তাঁহার ইচ্ছাধীন হই। এইরূপে যদি আমরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার মুখপ্রেক্ষী হই, তাহা হইলেই তিনি স্বয়ং আমাদিগকে চালান—আমরা অনুক্ষণ তাঁহা হইতে আদেশ পাই আর জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হই। এইরূপে মনুষ্য প্রস্তরাদির ন্যায় ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত হইয়াও পুণ্যার্জ্জনে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে মনুষ্য এবং তদিতর বস্তুতে পার্থক্য এই যে, যে স্থলে উহারা বাধ্য হইয়া নিয়মে পরিচালিত হয়, সে স্থলে মনুষ্য স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করে। সত্য বটে আমরাও এ স্থলে নিয়মেই পরিচালিত হই, কিন্তু আমরা সেই নিয়ম অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে দেখিতে পাই, এবং দেখিয়া ও জানিয়া শুনিয়া, বিরুদ্ধে যাইবার ক্ষমতা সত্ত্বেও, কেবল তাঁহার ইচ্ছা বলিয়াই তাঁহার অধীন হই। জগতের নিয়মে স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখিয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যখন

মনুষ্য ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করে, তখনই সে ঈশ্বরের আদেশ পালন করে। এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইলেই তাঁহার (আমাদের নয়) প্রিয়কার্য্য সাধন এবং আমাদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা হয়, নচেৎ ঈশ্বরকে না দেখিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা না শুনিয়া বিড়াল কুকুরের ন্যায় কেবল নিয়ম পালন করিলে মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা এবং আমাদের জীবন সার্থক হয় না।

কেবল নিয়ম রক্ষাতে নয়, আদেশ পালনেই যদি আমাদের গৌরব, তবে মনুষ্যের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মের পক্ষে প্রতিনিয়ত আদেশ শ্রবণ ও পালন করিবার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এক দেবেন্দ্র বাবু ভিন্ন, আর কয়টী ব্রাহ্ম তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়াছেন? দেবেন্দ্র বাবুর যত্ন এক প্রকার গোপনীয়। তাঁহার পরই কেশব বাবু প্রভৃতি কয়েক জন প্রকাশ্যভাবে এতদ্বিষয়ে যত্ন ও সাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু জাতি ত্যাগের ন্যায় যখন আদেশ সম্বন্ধীয় সাধনা জীবনে আরম্ভ হয়, তখন হইতেই জ্ঞান ও বিদ্যাভিমানী কতকগুলি লোক তাঁহার প্রতি বীতানুরাগ হইয়া মনে২ তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। এপর্য্যন্ত আর তাঁহারা তাঁহাদের মনের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এবার কুচবিহারের বিবাহ তাঁহাদিগের হস্তে সে সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। তাঁহারা মনে করিতেছেন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে একটী বিষম কণ্টকের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু ভ্রাতাদিগের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন তাঁহারা একটুকু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহারা কোথায় লইয়া যাইতেছেন। কেশববাবু দুরভিসন্ধি করিয়া একার্য্যে ঈশ্বরের আদেশ খাটাইয়া থাকিলেও এত দূরদর্শিতার সহিত তিনি তাহা করিয়াছেন যে,আদেশের মতটী একবারে অগ্রাহ্য না করিলে, আর ব্রাহ্ম কখনও তাঁহাকে দোষী করিতে পারেন না। "নীতিশাস্ত্র"-দ্বারা যে কেশব বাবুকে ধরিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ ব্রাহ্মসমাজ যে, কোন অভ্রান্ত "শাস্ত্র" কে মানিতে পারেন না, তাহা

তিনি অগ্রেই সকলকে শিখাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এখন কি আর তাঁহাকে "নীতি শাস্ত্রের" দোহাই দিয়া ধরিয়া রাখা যায়? ফলে একবার যখন ব্রাহ্মসমাজ মতের বল, পুস্তকের বিধি, দলের পুষ্টিতা এবং অর্থসামর্থ্যের প্রাধান্যকে মনুষ্যের স্বাধীন বিবেকের উপর হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন আর কোন্ মুখে আমরা কেশব বাবুকে বিবেকের আজ্ঞা অবহেলন করিতে বলিব? অন্যায় করিয়া থাকেন, অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট তিনি ধরা পড়িবেন; ভুল হইয়া থাকে, তিনি নিজেই তাহা দেখিতে পাইয়া অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইবেন; কিন্তু আমরা কেন তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আদেশের মতটী নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাকে প্রাণে মারিব? অতএব ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আপনাদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে এই অনুরোধ করি, কেশব বাবুকে দোষী সাব্যস্ত করিতে যাইয়া যেন আপনারা ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব এবং আপনাদিগের পরকাল নষ্ট না করিয়া ফেলেন। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সকলের সহায় হউন, এবং ব্রাহ্মসমাজকে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

আদেশবাদ।

১ম প্রস্তাব।

একটু স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টরূপে জানা যাইবে যে, কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের মূলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সেইটী "আদেশ"। আদেশ সম্বন্ধে আজ কাল দুই দল দেখা যায়। এক দলের মতে মনুষ্যের সকল কার্য্যেই আদেশের প্রয়োজন। আর এক দলের মতে সকল বিষয়ে আদেশের প্রয়োজন নাই। আদেশের অর্থও এই দুই দলের নিকট দুই প্রকার। এক দল মনে করেন, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে কহেন। আর এক দল বলেন বিবেক আমাদিগকে যাহা করিতে বলে তাহাই প্রকৃত আদেশ। ইহার কোন্ দলের কথা ঠিক তাহা অবধারণ করিতে না পারিলে এবিষয়ের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা অমীমাংসাও বোধ হয় না। যাঁহারা বিবেক মানেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, যে পর্য্যন্ত না বিবেকের সহিত ঈশ্বরের নাম লওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত নাস্তিক এবং ব্রাহ্মের বিবেকে কোন পার্থক্য থাকিবে না। অর্থাৎ বিবেকের প্রবর্ত্তনায় কার্য্য করিবার কালে যদি আমরা তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত না দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যও নাস্তিকের কার্য্যে কোন প্রভেদ থাকে না। নাস্তিক এবং ব্রাহ্ম উভয়েই দান করিয়া থাকে, অথচ নাস্তিক এবং ব্রাহ্মের দানের অর্থ স্বতন্ত্র। নাস্তিকের দান বিশুদ্ধ বিবেক প্রণোদিত, ব্রাহ্মের দান ঈশ্বরের আজ্ঞা। এইক্ষণ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিবেকবাদী এবং আ-

দেশবাদীর মতগতভেদ বাক্যেতে, কার্য্যেতে নয়। তবে এই দুই দলে যে এত বিবাদ তাহার কারণ আমাদের অভ্যাস দোষ। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি যে জীবনের ক্ষুদ্র২ কার্য্যে আবার ঈশ্বরকে আনিবার প্রয়োজন কি? উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে যদি ঈশ্বরকে সম্মুখে আনয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে আর সংসার চলে না। এই ভাবিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ কি তাহাই? ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত সতত থাকিতে চান,—তিনি তাঁহার হৃদয়ের ধনকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোকের বাহির করিতে চান না। দয়াল যদি তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে সেই সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া যান,—তিনি নিজে আর কিছু চান না, করেন না, তিনি দেখেন ঈশ্বরই তাঁহাদ্বারা সকল করাইতেছেন। মনুষ্য এই আত্মবিস্মৃতির অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মুক্তি লাভ করেন। লোকে বলে এইরূপে আমরা ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করিলে ভ্রমে পতিত হইলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কহেন, ইহা ভিন্ন মুক্তি আর নাই। তবে যে কোন২ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের হাতে সকল সমর্পণ করিয়া কখন২ ভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়, ইহার কারণ আছে। গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এসকল লোকেরা গোপনে২ কিছু কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিয়া দেন। ঈশ্বরের উপর সকল কথার ভার দিলে আমাদের যদি বিপদ হয়, তবে কি বিবেক আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? উপস্থিত বিবাদে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবু আদেশের কথা বলিবেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সে পক্ষের কোন২ ব্যক্তি যে আদেশের নাম করেন তাহার কি অর্থ কিছুই নাই? যাহা হউক, কেশব বাবু যে আদেশ মানেন তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য, তিনি যদি বলেন যে এই "বাল্যবিবাহ" এবং "পৌত্তলিক বিবাহ" করিবার আদেশ ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন, তাহা হইলে কি হইবে? নীতি মানিলে আমরা এ কার্য্যকে পাপ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। নাস্তিকও ইহাকে

পাপ না বলুক, কুকর্ম্ম বলিবে। কিন্তু আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, কেশব বাবু এ কার্য্যকে "আদেশ" কহেন। আদেশের বিচার বিশুদ্ধ নীতি (যাহা নাস্তিকেরাও মানে) দ্বারা হইতে পারে না। ঈশ্বরের কার্য্যের বিচার মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র করিতে পারে না। তবে কি আমরা পাপ করিয়া ঈশ্বরের উপর ফেলিতে পারিলেই রক্ষা পাইলাম? তাহা কদাপি নয়। পাপ করিয়া তাহা ঈশ্বরে আরোপিত করা এক কথা; আর ঈশ্বর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য করা আর এক কথা। ঈশ্বরের আদেশ যদি নীতির বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেই কথায় কেহ আপত্তি না করিতে পারে; কিন্তু নীতিব বিরুদ্ধ হইলেই বিপদ। তখন আমরা কোন্ দিকে যাই? এক দিগে ঈশ্বরের নাম আর এক দিগে নীতির আদেশ লঙ্ঘন; দুর্ব্বল মনুষ্য কি করে? কিন্তু এ স্থলে অগ্রে আর একটা কথার মীমাংসা করিতে হইবে। ঈশ্বর কি ঠিক আমাদের নীতিরই অনুসরণ করেন? তাঁহার কার্য্য কি আমাদের নীতি দিয়া বিচারিত হয়? লোককে পীড়া দেওয়া পাপ কর্ম্ম, কিন্তু প্রসবকালে প্রসূতিকে ঈশ্বর যে যাতনা দেন, তাহাও কি পাপ? নরহত্যা পাপ, কিন্তু আয়ুঃশেষ হইলে ঈশ্বর যে মনুষ্যকে ইহলোক হইতে অবসৃত করেন, তাহাও কি পাপ? ফলে ঈশ্বরের কার্য্যের বিচার আমাদের নীতি দিয়া হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও কথার শেষ হইল না। এখনও জিজ্ঞাসা রহিল যে কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ ঈশ্বরাদিষ্ট কি না? একার্য্যটা নীতি বিরুদ্ধ না হইলে আমরা কেশব বাবুর কথায়ই বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে আমরা সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। এ কার্য্যের ফলাফলও আমরা এ জীবনে দেখিতে পাই কি না তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় আছে। তবে ইহা আদেশ কি না আমরা কিরূপে জানিব? আমার বিবেচনায় যাঁহারা প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের উচিত, তাঁহারা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন। যাঁহারা এরূপে এই প্রশ্নের মীমাংসা করাকে উপহাসের বিষয় মনে করেন, তাঁহারা না হয় একটু উদারতা অবলম্বন করি-

কেশব সেনকে পাগল মনে করুন; কিন্তু কেহই যেন কেশব সেনের মন না জানিয়া (ঈশ্বর ভিন্ন মন কেহ জানে না) তাঁহার কার্য্যে নীচাশয়তা আরোপ না করেন, আমি এই মাত্র চাই।

নবকান্ত বাবুর প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ নীতি ও আদেশ।

[শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় মহাশয় গত ঢাকাপ্রকাশে কেশব বাবুকে বর্ত্তমান বিবাহে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য আদেশ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহার মতে আদেশের মত দ্বিবিধ "আদেশবাদ" ও "বিবেকবাদ"। তিনি বলেন, প্রথম মতানুসারে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে কহেন এবং দ্বিতীয় মতানুসারে বিবেক আমাদিগকে যাহা করিতে বলে, তাহাই প্রকৃত আদেশ। ঈশ্বরভক্ত সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া চলেন। এই আদেশদ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য যে কার্য্য করেন, তজ্জন্য স্বয়ং ঈশ্বরদায়ী, মনুষ্য নহে। সেই আদেশের বিচার "বিশুদ্ধ নীতি" দ্বারা হইতে পারে না। তিনি এক স্থানে কহিয়াছেন "স্মরণরাখা উচিত যে, কেশব বাবু এই কার্য্যকে আদেশ" কহেন। তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, অতএব তিনি ইহার জন্য দায়ী নহেন। বিশুদ্ধ নীতি তাঁহার এই কার্য্যকে বিচার করিতে পারে না। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি দুর্গাদাস বাবুর মত এই,—

আমাদের বিবেচনায় দুর্গাদাস বাবুর উক্ত মতে দুইটী প্রধান এবং স্পষ্ট ভ্রমলক্ষিত হয়। অন্য ভ্রমগুলি উহার ফল। প্রথমতঃ "বিবেকবাদ" ও "আদেশবাদ" দুইটী বিভিন্ন মত নহে। বাস্তবিক উহা একই মত ও একই বিষয়। কেবল নামের বিভিন্নতা। উভয় মতাবলম্বীরাই স্বীকার করেন যে স্বয়ং ঈশ্বর আদেশ করেন এবং মনুষ্য মনোবৃত্তি দ্বারা উক্ত

আদেশ অনুভব বা শ্রবণ করিয়া থাকে। কেহ২ উক্ত আদেশকে "ঈশ্বরের বাক্য" ও বলিয়া থাকেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে মনোবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত জড়জগৎ কি মনোজগতের কোন বিষয়ই অনুভূত হইতে পারে না। ইহাদ্বারাই দৃষ্ট হইবে যে, উভয় আদেশবাদ ও বিবেকবাদের চারিটী উপাদান। ১ম স্বয়ং ঈশ্বর, ২য় তাঁহার আদেশ, ৩য় মনুষ্য, ৪র্থ ঈশ্বর প্রদত্ত মনুষ্যের মনোবৃত্তি। আদেশবাদের মধ্যে এই চারিটী উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতবিভিন্নতা নাই এবং ইহাদের উপর সংস্থাপিত যে মত তাহাও এক মত, কেবল বিভিন্ন নামে অভিহিত। একটী "আদেশ" উপাদান অবলম্বিত হইয়া "আদেশবাদ" অপরটী ঈশ্বরদত্ত মনোবৃত্তি উপাদান অবলম্বিত হইয়া "বিবেকবাদ" নামে অভিহিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দুর্গাদাস বাবু "বিশুদ্ধ নীতি" ও ঈশ্বর আদেশ দুইটী বিভিন্ন বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত "বিশুদ্ধ নীতি" ও "ঈশ্বর আদেশ" বিভিন্ন বিষয় নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে এক। "বিশুদ্ধ নীতি" ঈশ্বরসংস্থাপিত ও ঈশ্বরাদিষ্ট, স্বয়ং ঈশ্বর উহার রচয়িতা। স্বয়ং ঈশ্বর উহা মনুষ্যহৃদয়ে প্রচার করেন। ঈশ্বরের আদেশ কখনও ঈশ্বর সংস্থাপিত বিশুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ নীতির এক২টী নিয়ম ঈশ্বরের আজ্ঞা বা আদেশ। পূর্ণ ঈশ্বর কখনও এক আদেশকে অন্য আদেশদ্বারা উল্লঙ্ঘন করেন না। যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বরের আদেশ বিশুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধ হইতে পারে, তাঁহারা তদ্দ্বারা কেবল বিশুদ্ধ নীতির পত্তনভূমি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ নীতি ও নাস্তিকের বিশুদ্ধ নীতির মধ্যে বাহ্যিক অনেক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উহার পত্তনভূমিসম্বন্ধে রাত্রি দিবা প্রভেদ। একটীর পত্তনভূমি ঈশ্বরে আর একটী পৃথিবীতে। যথা—সত্য কথা বলা ব্রাহ্মের নিকট ঈশ্বরের আদেশ কিন্তু নাস্তিকের তদ্রূপ নহে। দুর্গাদাস বাবু বলেন, ঈশ্বর আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিলে সেই কার্য্যের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরদায়ী। আমরা বি

আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিলেও মনুষ্য তজ্জন্য দায়ী। কেশব বাবু যে কার্য্য যে ভাবে করিয়া থাকুন, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং দায়ী। ঈশ্বর কথনও তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন না। মনুষ্য যে সমুদায় সাধুকার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহার মূল ঈশ্বর বটে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যাহা কিছু করি, তজ্জন্য ঈশ্বর দায়ী, এমন কথা মুখে আনাও পাপ। ঈশ্বরকে দায়ী করিয়া কেশব বাবুকে দোষ মুক্ত করা ঈশ্বরের অবমাননা করা মাত্র। এইরূপ ভ্রমাত্মক ও দুষনীয় মত ব্রাহ্মসমাজে স্থান পাইলে কেশব বাবুর বর্ত্তমান কার্য্যের ন্যায় আরো যে কত অন্যায়, অসত্য, ও পাপ কার্য্য পবিত্র ঈশ্বরের নামে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা মনে করিলেও শরীর মন কম্পিত হয়। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এই প্রকার দূষণীয় মত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকদের দ্বারা ধর্ম্মের নামে কত প্রকার দুষনীয় এবং ভয়ানক পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার ভূরি২ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐ প্রকার আদেশের মত প্রচারিত হইলে সত্য "আদেশ বাদের" অপব্যবহার করা হইবে তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেশব বাবু এত কাল যে ঈশ্বরের আদেশে বাল্য ও পৌত্তলিক বিবাহকে পাপকার্য্য জানিয়া অন্য লোককে তাহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়া আসিলেন, এইক্ষণ তাঁহার নিজ কন্যার বিবাহকালে আবার উক্ত পাপকার্য্য করিতে ঈশ্বর আদিষ্ট হইলেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য এবং কৌতুকজনক বিষয় নহে। পবিত্র ঈশ্বর কথনও আমাদিগকে পাপ অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করেন না। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের নিয়ম ও ঈশ্বরাদেশ একে অন্যের বিরোধী হইতে পারে না। উভয়েরই পত্তনভূমি স্বয়ং ঈশ্বর।

ঢাকা। শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।]

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

আদেশবাদ ও বিবেকবাদ।

২য় প্রস্তাব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর একটী মতসম্বন্ধীয় সত্যানুসন্ধানে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবু আমার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে শতং ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু নবকান্ত বাবু ও তাঁহার সহযোগীগণ এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবর্গকে আমি সরলান্তঃকরণে বলিতেছি যে, কেশব বাবুর পতন ও উত্থানের সহিত তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমার ক্ষতিবৃদ্ধির সংশ্রব কোন অংশেই অধিক নয়। তবে সত্য সমর্থন করিলে যদি কেশব বাবু "নির্দ্দোষ" বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহা হইলে আমি কি করিব? আমার মতে ভুল থাকিলে, তাহা যদি আমার বন্ধুগণ দেখাইয়া দেন, তবে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিব। তাহা না হইলে শুধু কথায় আমি ভুলিবার নই। এইমাত্র ভূমিকা করিয়া এইক্ষণ প্রকৃতপ্রস্তাবের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।—

প্রিয়বর নবকান্তবাবু দার্শনিক মত দিয়া "আদেশ বাদ" ও "বিবেক বাদের" একতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, তিনি যদি এত কষ্ট স্বীকার না করিয়া আমার বাক্য উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলেই আমি প্রবোধ পাইতাম। বিগত প্রস্তাবে আমি বলিয়াছি, এতদুয়ের মতগত প্রভেদ "বাক্যেতে, কার্য্যেতে নয়"। নবকান্তবাবু আদেশবাদ সম্বন্ধে "চারিটী উপাদানের" কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "ইহাদের উপর সংস্থাপিত যে মত তাহাও এক মত, কেবল বিভিন্ন নামে অভিহিত"। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, তবে তাঁহার বাক্যে ও আমার বাক্যে পার্থক্য কি? ফলে এসম্বন্ধে বন্ধুবর কোথায় আমার "ভ্রম" দেখিতে পাইলেন, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

"বিশুদ্ধনীতি,, (Pure Morality i. e. as Opposed to Pure Religio

এবং " ঈশ্বর আদেশ „ মধ্যে আমি যে পার্থক্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, নবকান্তবাবুর মতে তাহা আমার দ্বিতীয় " ভ্রম „। কেন যে আমি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সংস্থাপন করিতে চাই, তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইতেছে। আপাততঃ আমি আরো কিয়দ্দূরপর্যান্ত নবকান্ত বাবুর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন " ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধনীতি এবং ঈশ্বরাদেশ সংপূর্ণরূপে এক „। আমিও বলি তাহাই ঠিক। যিনি বুঝেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন, যাহা " আদেশ „ তাহাই " নীতি „— যাহা ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কেন আমি " বিশুদ্ধ নীতি „ এবং " আদেশের „ মধ্যে পার্থক্য সংস্থাপন করিতে উদ্যত? আমি কি এখান হইতেই নবকান্ত বাবুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম? দৃশ্যতঃ নবকান্ত বাবু তাহাই মনে করেন; এবং এজন্যই তিনি আমার মতে " ভ্রম „ " অজ্ঞানতা „ " পাপ „ ইত্যাদি দেখিতে পাইতেছেন। যাহা হউক, আমি এখনও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেছি না। তিনি এক স্থানে " ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত „ শব্দটীদ্বারা " বিশুদ্ধ নীতির „ গুণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, তিনি বাক্যে স্বীকার করুন আর নাই করুন, কার্য্যে স্বীকার করিয়াছেন, যে আমার ন্যায় বন্ধুবর নবকান্ত বাবুও "বিশুদ্ধ নীতি„ এবং " ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ নীতিতে „ (সুতরাং 'আদেশেতে') কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিতেছেন। বাস্তবিক কথাও তাহাই। ভ্রান্ত মনুষ্য অনেক সময় দৃষ্টান্ত, ভয়, প্রলোভন, অভ্যাস কিংবা বিবেক ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, শুক পক্ষীর কথা কহার ন্যায়, কতকগুলি নৈতিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু এই " বিশুদ্ধ নৈতিক „ কার্য্যগুলি " ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত „ নৈতিক কার্য্য নহে। কেননা জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মনুষ্য এ কার্য্য করে না। তবে কিনা নবকান্ত বাবু এবং তাঁহার সহযোগীগণ বলিতে পারেন যে এইরূপ " আদেশে „ আমরা " পৌত্তলিক „ হইয়া ঈশ্বরের " প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলাম। কিন্তু গম্ভীর্য্য সহকারে জিজ্ঞাসা করি, নবকান্ত বাবু যে "আদেশের„

কথা বলেন, তাহা কি সচেতন, প্রত্যক্ষ এবং সত্য ঈশ্বরের কথা নয়—মত, যুক্তি বা কল্পনার মৃত ঈশ্বরের কথা ? আমি শঙ্কিত অন্তরে বন্ধুবরের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইত্যবসরে প্রসঙ্গতঃ এস্থলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের পণ্ডিত আমার কোন মাননীয় বন্ধুর একটী তর্কের কথা উত্থাপিত করিতেছি। শারীরতত্ত্ব শাস্ত্রের একটী সিদ্ধান্ত এই যে, অভ্যাসদ্বারা বহুবিধ ঐচ্ছিক স্পন্দন (যথাবাদ্যাদি করিবার কালে অঙ্গুলি প্রভৃতির স্পন্দন) এত আয়ত্তীকৃত হইয়া পড়ে, যে কালে তাহা সম্পাদন করিতে আর ঐচ্ছিক চেষ্টার প্রয়োজন হয় না—তাহা এক প্রকার স্বাভাবিক (বা অনৈচ্ছিক) হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই "গৌনরূপে যান্ত্রিক" (Secondarily automatic) ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়। আমার বন্ধু বলেন, নৈতিক কার্য্য সম্পাদনে যদিও আমরা প্রারম্ভে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই বটে, তথাচ কার্য্যগুলি অভ্যস্ত হইয়া গেলে, স্পন্দনকার্য্যের ন্যায় তাহাও পরে "গৌনরূপে যান্ত্রিক" হইয়া যায়। সুতরাং ভাবী জীবনের প্রত্যেক নৈতিক কার্য্য সম্পাদনে আর ঈশ্বরকে আনিবার প্রয়োজন থাকে না। মতটী আপাততঃ সুন্দর ও সুষ্ঠু হইলেও তাহার সত্যতায় আমার বিলক্ষণ সংশয় আছে। আদৌ "গৌনরূপে যান্ত্রিক" কার্য্যে আর নৈতিক কার্য্যে পার্থক্য এই যে প্রারম্ভে স্পন্দনকার্য্য যেমন আমাদিগকে বহু যত্ন এবং সাধনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, অভ্যস্ত সাধারণ নৈতিক কার্য্যে ঈশ্বরকে পৃথক করিবার জন্য এমন কোন সাধনা কেহ কখনো করে না—কেহ২ হয়তো কোন কালে ঈশ্বরকে দেখিতেও পায় না। দ্বিতীয়তঃ নৈতিক কার্য্যে কেহ যদি কোন কালে কিছু অভ্যাস করেন, তাহা ঈশ্বরকে দূর করিবার জন্য নয়, তাঁহাকে সতত তৎসঙ্গে সংশ্রুত রাখিবার জন্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে "গৌনরূপে যান্ত্রিক" কার্য্য তাহাকেই বলিব, যাহাতে সাধনার ফলস্বরূপ বিনা যত্ন ও চেষ্টায় ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে থাকেন।

[খ]

নরবকান্ত বাবু যদি "বিশুদ্ধ নীতিকে" জীবন্ত ঈশ্বরের "আদেশ" বলিয়া বলেন, তাহা হইলে নৈতিককার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাতে আর আমাতে কোন মতভেদ নাই,—যাহা "নীতি" তাহাই "আদেশ" এবং যাহা "আদেশ" তাহাই "নীতি"। এই অর্থে নীতির পরীক্ষা বা প্রমাণ ঈশ্বরই—মনুষ্যপ্রণীত কোন পুস্তক, শাস্ত্র, কিম্বা আচার ব্যবহার নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যে কার্য্য করি, শাস্ত্র বা আচার বিরুদ্ধ হইলেও তাহা ব্রাহ্মের পক্ষে নীতি। বোধ হয় এখানেই নবকান্ত বাবুর সহিত আমাকে পৃথক হইতে হইবে। তিনি বলিবেন "ঈশ্বরের আদেশ কখনও ঈশ্বরের সংস্থাপিত বিশুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না"। সেই "বিশুদ্ধ নীতিশাস্ত্র" কোথা আছে? মনুষ্যের হৃদয়ে?—যে মনুষ্য আবহমানকাল অসংখ্য দেব দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছে—যে মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে নরবলি, ও নরপূজা এবং সতীপূজা ও সতীদাহন করিতেছে—যে মনুষ্য বক্ষে শিশুকে পালন করিয়া হস্তে তাহার প্রাণ অপহরণ করিতেছে—যে মনুষ্য মনুষ্যকে অহরহঃ মুখে ভ্রাতৃ সম্বোধন করত হস্তদ্বারা তাহার সর্ব্বস্ব মোষণ করিতেছে—যে মনুষ্য ধর্ম্মসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নিবন্ধন আজও ভ্রাতাকে নিগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, সেই মনুষ্যের হৃদয়ে? নবকান্ত বাবু বলিবেন, এই নীতি "ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ নীতি" নহে; কিন্তু আমাদের কোন শত্রু যদি জিজ্ঞাসা করে ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্‌টা?—দেবেন্দ্র বাবুর সমাজের ধর্ম্ম? না কেশব বাবুর সমাজের ধর্ম্ম? না আজ কাল নবকান্ত বাবু প্রভৃতি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাহাই? নবকান্ত বাবু বলিবেন, তাঁহার ধর্ম্মই "ব্রাহ্মধর্ম্ম"। ভাল তাঁহার মতে তো নরহত্যা পাপ, তবে কি বিচারকেরা লোকের ফাঁসি দিয়া এবং ডাক্তারেরা লোকের হাত পা কাটিয়া সর্ব্বদা পাপ করিতেছেন? আমার ভয় হয়, এখানে বিশুদ্ধ নীতিকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইবে—বিবেক নিশ্চয় বলিবেক এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। এ স্থলে ফলাফল বাদের শরণাপন্ন হওয়া ভাল, না বিশ্বাসী ব্রাহ্মের ন্যায় শান্ত

সমাহিত চিত্ত হইয়া ঈশ্বরের আদেশ গ্রহণ করা শ্রেয়, তাহার বিচার নবকান্ত বাবুই করুন। ফলে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি নিষ্পন্ন নীতির অতিরিক্ত কিছু করাইবার ক্ষমতা যদি ঈশ্বরের না থাকে, তাহা হইলে শিবনাথ বাবুর উল্লিখিত "সত্যোদ্বোধ" *এবং "ভাবোদ্বোধ"* হইবার আর অবকাশ কোথা থাকে?

নবকান্ত বাবু আমার যে দুইটী প্রধান "ভ্রমের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে যে আমার কোন ভ্রম নাই, পাঠক বোধ করি, তাহা দেখিতে পারিতেছেন। এখন আমার আর দুই একটা "ভ্রমের" কথা উল্লিখিত হইতেছে। নবকান্ত বাবু বলেন "আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিলেও মনুষ্য তজ্জন্য দায়ী"; ইহার অর্থ বুঝা ভার—নবকান্ত বাবু কি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন, যে ন্যায়বান ঈশ্বর আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে কহিলে, আমরা যদি তদনুসারে তাহা সম্পাদন করি, তাহা হইলে তিনি আবার তজ্জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন? আমার বোধ হয় এ বিষয় তাঁহার একটু গোল আছে। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত না ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, (মুক্তির অবস্থা ভিন্ন তাহা হয় না) সে পর্য্যন্ত সে স্বাধীন—তখন সে পাপ পুণ্য করিতে পারে। কিন্তু মুক্তির অবস্থায় মনুষ্য যখন ঈশ্বরের নিকট আপনাকে বিক্রয় করে, তখন আর তাহার পাপ কোথা? তখন সে কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন দ্বারা পুণ্যই অর্জ্জন করিতে থাকে। মুক্তির পূর্ব্বে আমরা যে পরিমাণে ঈশ্বর দ্বারা চালিত হই, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের কার্য্যগুলি ঈশ্বরে সমর্পিত করি—অবশিষ্টগুলিই আমাদের কার্য্য—তাহারই জন্য আমরা দায়ী। তবে ঈশ্বরদ্বারা চালিত হই মনে করিয়া আমরা অনেক সময় আমাদের পাপের ভার ঈশ্বরের উপর ফেলিতে পারি। কিন্তু ইহা ঈশ্বর আদেশের অপব্যবহার—সদ্ব্যবহার নহে। কিন্তু তা বলিয়া কি নবকান্ত বাবু এই মতটীকে "দূষণীয়" মনে করিতে পারেন? বাস্তবিকই কি নবকান্তবাবুর এই বিশ্বাস যে "ধর্ম্ম প্রচারকগণ দ্বারা" এই পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—বাস্তবিকই কি নবকান্ত বাবু মনে

---

*সমদর্শী।

করেন ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, প্রভৃতি মহাত্মারা জগতের শত্রু ছিলেন? ঐতিহাসিক ঘটনা পাঠে বস্তুতই যদি নবকান্ত বাবুর এই রূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বিষণ্ণ হৃদয়ে বলিব, তিনি ইতিহাস সম্বন্ধীয় ঘটনা রাজির একদেশ মাত্র পাঠ করিয়াছেন।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতেই বোধ হইবে যে সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে, আদেশ সম্বন্ধে নবকান্ত বাবু এবং আমাতে মতভেদ মাত্র নাই। তবে কেন যে তাঁহারা সময়েং "নরপূজার" ভয়, "বৈরাগ্য„ বিভীষিকা, এবং "আদেশবাদ„ ইত্যাদি দ্বারা উৎপীড়িত হন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কেশব বাবু প্রভৃতি আদেশের মত পালন করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। কিন্তু তজ্জন্য আমরা ভয়ে বিকম্পিত হইব কেন? কেশব বাবুকে কি তাঁহারা এতদিন অভ্রান্ত মনে করিতেন? তবে আর এখন তাঁহার সহিত অপ্রণয় করিবার কারণ কি? "পাপ„ করিয়া থাকেন, "ভ্রম„ করিয়া থাকেন, তিনি তজ্জন্য তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট দায়ী। অধিকারচ্যুত হইয়া থাকেন, তিনি কখনই প্রচার করিতে পারিবেন না— পারিলে, আমরা কেন পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহা হইতে সত্য গ্রহণ করিব না?

সমালোচকের প্রতিবাদ।

[আদেশবাদ ও বিবেকবাদ।

* * * * * * * *

* * ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি বাবু দুর্গাদাস রায় আমাদিগের নিমিত্ত একটু আশ্রয় স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বস্তুতঃও দুর্গাদাস বাবু যে ভাবে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রস্তুত আমরা তাঁহার সমাদর করি। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা উপমারাশি ও তীব্রবাক্যকেই প্রবল যুক্তি বলিয়া মনে করেন। দুর্গাদাস বাবু সেই পথাবলম্বী নন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। সুতরাং তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে আমাদিগের কোন

প্রকার আশঙ্কা হয় না। দুর্গাদাস বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "আদেশবাদ ও বিবেক বাদের মতগত প্রভেদ বাক্যেতে, কার্য্যেতে নয়।" কার্য্যেতে যাহার প্রভেদ নহে, বাক্যেতে তাহার অনর্থক প্রভেদ রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নিষ্প্রয়োজন অভিধানের অঙ্গ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না? তবে দুর্গাদাস বাবু বলিতে পারেন, "যে পর্য্যন্ত না বিবেকের সহিত ঈশ্বরের নাম লওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত নাস্তিক এবং ব্রাহ্মের বিবেকে কোন পার্থক্য থাকিবে না।" নাস্তিকের বিবেক হইতে ব্রাহ্মের বিবেকের পার্থক্য বিধানার্থ শেষোক্ত বিবেককে আদেশ নামে অভিহিত করা হয়, আমরা কি ইহাই বুঝিব? দুর্গাদাস বাবু যদি এই পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তিনি একটী মাত্র নূতন শব্দ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না; তাঁহাকে আরও অনেকগুলি শব্দ রচনা করিয়া বঙ্গীয় অভিধানে সংযোজিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মও আহার করেন, নাস্তিকও আহার করেন, ব্রাহ্ম যে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণ করেন, তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, কিন্তু নাস্তিক তাহা পান না। সুতরাং উভয়েরই আহারের প্রধান উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা হইলেও, নাস্তিক ও ব্রাহ্মের আহারে ভাবগত পার্থক্য রহিয়াছে। অতএব আহারেরও দ্বিবিধ নামকরণ আবশ্যক। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেতে স্বতন্ত্র নামকরণের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। দুর্গাদাস বাবু যদি ভাষাগত এই পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সন্তুষ্ট হন, আমরা তাঁহার সহিত কোন প্রকার বিরোধ করিব না।

কিন্তু আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই 'বাল্যবিবাহ' এবং 'পৌত্তলিক' বিবাহের আদেশ ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন, ইহা না বলিয়া কেশব বাবু যদি বলিতেন তাঁহার বিবেক তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছেন, তবে উভয় বাক্যের কোন প্রভেদ থাকিত কি না? দুর্গাদাস বাবু যখন বিবেক ও আদেশের কার্য্যেতে কোন প্রভেদ দেখেন না তখন তাঁহাকে আমাদিগের সহিত এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে

উপরিউক্ত উভয় বাক্যেতে কোন পার্থক্য নাই। এখন দেখিতে হইবে যে আমরা যাহা বিবেকের কার্য্য বলিয়া বলি, কখনও তাহাতে কোন ভ্রম হইতে পারে কি না। এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় বিরল নহে, যে আমরা যাহাকে বিবেকের কার্য্য বলিয়া মনে করি, অন্য সময়ে আবার তাহাই বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি যাহাকে বিবেকের কার্য্য বলিয়া থাকেন অপরে তাহাকেই বিবেক বুদ্ধির নিতান্ত প্রতিকূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, এরূপ ঘটনা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং যদি বিবেকের ভ্রম হয় তবে একার্থবাচক আদেশেরও যে ভ্রম হইতে পারে, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। এস্থলে হয়ত দুর্গাদাস বাবু বলিবেন, তাহা হওয়া অসম্ভব ঈশ্বরের উপর সকল কথার ভার দিলে কোন ভ্রমই হইতে পারে না। দুর্গাদাস বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, যে, এইরূপ বলিতে গেলে বিবেক ও আদেশকে দুই স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ বিবেকের ভ্রম হইতে পারে, আদেশের কোন ভ্রমই হইতে পারে না।

যদি দুর্গাদাস বাবু পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়া আদেশ ও বিবেককে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া গণ্য করিতে চান, তবে ইহা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, আদেশ কিরূপে মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিভাত হয়? আমি যে কথা কহি, অপর মনুষ্য তাহা কর্ণে শুনিতে পায়, ঈশ্বরের বাক্যও কি সেই রূপ কর্ণে শুনা যায়? যদি তাহা না হয়, তবে অবশ্যই মনুষ্যের আভ্যন্তরিক কোন না কোন শক্তিদ্বারা ঈশ্বরের আদেশ মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া থাকে। দুর্গাদাস বাবু বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, বিবেকের দ্বারাই ঈশ্বরাদেশ মনুষ্যের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং যখন বিবেকের ভ্রম হয় তখন আদেশ শ্রবণেও ভ্রম হইতে পারে। ইহা কে না জানে যে শ্রুতিশক্তির অল্পতা বশতঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কথা অনেক সময় শুনিতে পায় না অথবা এক কথাকে অন্য কথা বলিয়া শ্রবণ করে। আদেশে ঈশ্বরের যে ভ্রম থাকিতে পারেনা

তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করেন না, কিন্তু সেই আদেশ শুনিবার পক্ষে যে শ্রোতার ত্রুটী হইতে পারে, তাহা কি দুর্গাদাস বাবু অস্বীকার করিবেন? আদেশ শ্রবণসম্বন্ধে কাহারও ভ্রম হইয়াছে কিনা তাহা কিরূপে অবধারণ করা যাইবে? যদি তাহা অবধারণ করিবার কোন উপায় না থাকে এবং বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়ের উপদেশানুসারে ঈশ্বরাদেশের নাম শুনিবা মাত্রই "মস্তক অবনত করিতে হয়, তবে বোধ হয় সংসারে অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে। "বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি" ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াও আবার ঈশ্বরাদেশের নামে বাল্য বিবাহ ও পৌত্তলিকতার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ জানিয়াও আবার ঈশ্বরাদেশের নাম শুনিয়া তাহা শ্রেয় জ্ঞান করিতে হইবে। নরহত্যাকারী বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া যখন বলিবে আমি ঈশ্বরাদেশে নরহত্যা করিয়াছি, তখন আর তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে না। কে না জানেন, মুসলমানেরা কাফের হত্যাকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মনে করে? এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, এই আদেশের নিকটও কি মস্তক অবনত করিতে হইবে? সিয়ার আলি ও আবদুল্লা কি বলে নাই যে "খোদার হুকুমেই" তাহারা লর্ডমেও ও বিচারপতি নর্ম্মাণকে হত্যা করিয়াছিল? আদেশ যথার্থ কি না যদি বিচার করিবার অধিকার না থাকে, তবে ঐ হত্যাকারীদ্বয়কে ফাঁসি দেওয়া কি অবৈধ হয় নাই? কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মেরা সেই সময়ে নিরামিষ আহার, অশৌচ পালন ও শোক প্রকাশ করিয়া কি তবে অবিবেচনার কার্য্য করেন নাই? কেশব বাবু কি সেই সময়ে এইরূপ আদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

আমরা আবার বলিতেছি, আদেশের নাম শুনিবামাত্রই যদি মস্তক অবনত করিতে হয়, যাহা আদেশ বলিতেছি তাহা প্রকৃত আদেশ কি না, যদি বিচার করিবার অধিকার না থাকে, তবে আর লোক স্থিতি রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না, ভয়ানক স্বেচ্ছাচারিতা উপস্থিত হই-

আদেশবাদীরা এখনও হয়ত বুঝিতেছেন না, যে, তাঁহারা কি সর্ব্বনাশেরই পথ প্রশস্ত করিতেছেন। যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আদেশ ও বিচারসাপেক্ষ। তবে এক্ষণে প্রশ্ন এই "আদেশের বিচার বিশুদ্ধ নীতিদ্বারা হইতে পারে কি না।" দুর্গাদাস বাবু বলিবেন, তাহা হইতে পারে না, কারণ "বিশুদ্ধ নীতি নাস্তিকেরাও মানে।" আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, নাস্তিকেরা মানে বলিয়া বিশুদ্ধ নীতি দোষাবহ হইতে পারে না। নাস্তিকেরা আহার করে বলিয়া আহার করা দোষাবহ নহে। যখন আদেশের বিচার আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন নীতিশাস্ত্র সে বিচার করিতে না পারিলেও অপর কোন শাস্ত্রদ্বারা তাহার বিচার করিতে হইবে। অপর কোন্ শাস্ত্র তাহার বিচার করিবে? দুর্গাদাস বাবু হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন, কোন্টী তাঁহার আদেশ, "ঈশ্বরকে জিজ্ঞসা করুন, তবেই জানিতে পারিবেন।" এইক্ষণ কথা এই, আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে কথা শুনিলাম, তাহাই যে তাঁহার কথা তাহার প্রমাণ কি? আমি যে সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, আবার সেই সঙ্কটেই পড়িতে হইতেছে। এই জন্যই আমরা বলি, নীতি শাস্ত্র দ্বারাই আদেশের বিচার করিতে হইবে। দুর্গাদাস বাবু অবশ্যই বলিবেন "ঈশ্বরের কার্য্যের বিচার মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র করিতে পারে না।" এস্থলে দুর্গাদস বাবুর একটী ভ্রম দেখা যাইতেছে, তিনি যাহাকে "মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র বলেন, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্যের নহে, কিন্তু ঈশ্বরের নীতিশাস্ত্র। কেননা বিবেক অথবা ঈশ্বরাদেশ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহাই বিশুদ্ধ নীতিশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যাহা বহুকালের পরীক্ষাদ্বারা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই নীতিশাস্ত্রদ্বারাই পরবর্ত্তী আদেশকে বিচার করিতে হইবে, ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না। যাহা পরীক্ষিত আদেশের বিরুদ্ধ তাহা যে প্রকৃত আদেশ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কখনই

তাহাকে আদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ যে আদেশ মুলক তাহার প্রমাণ কি? কেশব বাবুর বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহার ভ্রম হইতে পারে। সুতরাং এই বিবাহকে আদেশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে নীতিশাস্ত্র দ্বারা বিচার করিতে হইবে। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের বিচারে ইহা আদেশ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। দুর্গাদাস বাবু এ স্থলেও বলিবেন, নীতিশাস্ত্র কি অপরিবর্ত্তনীয় অথবা কোন অবস্থায়ই কি তাহার ব্যতিক্রম হয় না? আমরা বলি নীতিশাস্ত্র অপরিবর্ত্তনীয় নহে। এবং যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, অবস্থা বিশেষে তাহারও ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের বা ব্যতিক্রমের বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে হইবে। যে নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া কেশব বাবুর কন্যার বিবাহকে দোষাবহ বলা হইতেছে কেশব বাবু নিজেও সেই নীতিশাস্ত্র বোধ হয় পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন না। সাধারণ নিয়ম এ স্থলে ব্যতিক্রম করিবার এ পর্য্যন্ত কোন সঙ্গত কারণই প্রদর্শিত হয় নাই। সুতরাং "ঈশ্বরাদেশে আচার্য্য মহাশয় এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হওয়াতেও সেই কথার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই" বলিয়া বঙ্গ বাবু এবং দুর্গাদাস বাবু দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন না। কেশব বাবু যখন পাগল নহেন, তখন তাঁহাকে 'পাগল মনে করিয়া তাঁহার কার্য্যে নীচাশয়তার আরোপ না' করা, কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।]

আদেশবাদ ও বিবেকবাদ।

৩য় প্রস্তাব।

এবার সমালোচকের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় আমার সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হওয়াতে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি আমার বিচার প্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট আছেন বলিয়া উল্লেখ করেন,

কিন্তু আমার ভয় হয় যে আমার অপরিহার্য্যতা পাছে বা তাঁহাকেও বিরক্ত করিয়া তুলে। যাহাহউক এবারেও উৎসাহ সহকারেই আমি তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রতিবাদকারী বন্ধুদের এক২ জনের সকল কথার প্রত্যুত্তর দিতে গেলে অনেক দ্বিরুক্তি করিতে হয়। নবকান্ত বাবুর প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে আমি আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছি, আমার প্রথম প্রস্তাবেও প্রায় তাহার সকলগুলি কথাই আছে। এখনও সম্পাদক মহাশয়ের সকল কথার উত্তর দিতে হইলে আমার সেই কয়টী কথারই পিষ্টপেষণ করিতে হইবে। অতএব আমার বোধ হয় অগ্রে বিচার্য্য বিষয় কয়টী অবধারিত করিয়া লইলেই ভাল হয়। আমি নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয়ের বিচার করিতে চাই।

১ম, সত্য, জীবন্ত, কর্ম্মঠ, সর্ব্বনিয়ন্তা, এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে "আদেশ„ ও মানিতে হয়।

২য়, "আদেশের„ বিচার "নীতিশাস্ত্র„ কি বুদ্ধিনিষ্পন্ন ফলাফলবাদ দ্বারা হইতে পারে না।

৩য়, কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ "বাল্যবিবাহ এবং পৌত্তলিক বিবাহ" হইতে পারে, কিন্তু "অব্রাহ্ম বিবাহ„ নহে।

এই তিনটী বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি অনেক কথা বলিয়াছি। বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব লিখিবারকালে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠ করেন নাই। যাহা হউক এতদিনে সেই প্রস্তাব তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। লেখা এবং কথাতে আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আমাদের মতগত পার্থক্য নিতান্ত অমীমাংস্য নহে। ক্রমান্বয়ে এক২টী বিষয়ের বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। যথা আমি বলি ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর জীবন্ত ও কর্ম্মঠ—মত, যুক্তি বা পুথির ঈশ্বর নহেন—তিনি থাকিলে এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সকল দেখিতেছেন, শুনিতেছেন এবং সকলের দ্বারা সকল করাইতেছেন (স্বাধীন মনুষ্যের—অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরেতে ঈচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম-

সমর্পণ করেন নাই—কার্য্য ব্যতীত) ; বোধ হয় আমাদের প্রতিপক্ষীয় ভ্রাতাদের ইহাতে কোন সংশয় নাই—অন্ততঃ "দেখিতেছেন,, "শুনিতে-তেছেন,, এ কথায় আপত্তি না থাকিতে পারে। "সকল করাইতেছেন,, ইহাতেই বোধ হয় গোল বাধিবে। স্বাধীন মনুষ্যের কার্য্যের জন্য কি ঈশ্বর দায়ী ? তাহা কদাপি নয়। কিন্তু জানা উচিত যে ব্রাহ্মের "স্বাধী-নতার,, অর্থ, স্বেচ্ছাচারিতা নয়—ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ইচ্ছাকে সংপূর্ণ রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করা। (একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি)। সুতরাং আমরা যখন আপনাদিগকে তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলি (অর্থাৎ মুক্তিলাভ করি) তখন ইতর প্রাণীদের ন্যায় আমাদের দ্বারাও তিনি কার্য্য করান। ইহা সত্য হইলে আদেশও সত্য হইল। কারণ ঈশ্বর আমাদের দ্বারা কার্য্য করাইতেছেন, ইহা জানিয়া শুনিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই আদেশ দ্বারা প্রণোদিত হওয়া। মুক্তির অবস্থায় যখন আর পাপের সম্ভাবনা থাকে না, তখন আদেশের প্রতি কাহারো কোন সংশয় উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আ-মরাতো আর মুক্তি লাভ করি নাই, তবে আর আমাদের আদেশের কথা কি ? আমরা মুক্তি লাভ করি নাই বটে, কিন্তু কিছু২ করিয়া পুণ্য (ঈশ্ব-রের আজ্ঞা বা আদেশ পালন) অর্জ্জন করিতেছি। এই আদেশ শ্রবণে অবশ্যই ভ্রম হইতে পারে, আদেশের বিচার কে করিবে ? সম্পাদক মহা-শয় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে অনিচ্ছুক—বহুকালের পরীক্ষিত নীতিশাস্ত্র দ্বারাই তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন। যে নীতি ঈশ্বরের আদেশ তদ্দ্বারা বিচার করিতে আমি অনিচ্ছুক নহি। কিন্তু সম্পাদক মহশয় আবার বলেন, "নীতিশাস্ত্র,, অপরিবর্ত্তনীয় নহে ("যে সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করিলাম আবার সেই সঙ্কটেই পড়িতে হইতেছে,,)। সত্য বটে সম্পাদক মহাশয় বলেন তাহার "বিশিষ্ট কারণ,, আছে। সেই "কারণ,, কি ?—ঈশ্বরের ইচ্ছা ? তাহা হইলে আর এত বিবাদ হইবে কেন ? বোধ হয় আমাদের প্রতিবাদকারী বন্ধুরা এ স্থলে "কারণ,, শব্দে প্রত্যক্ষ কোন

শুভ ফলের কথা উল্লেখ করিতেছেন। যদি তাহাই হয়, তবেই গোল—তাহা হইলেই যে আদেশ "সূর্য্য,, না হইয়া বুদ্ধি (যদ্দ্বারা ফলাফল বিবেচিত হয়) "সূর্য্য,, হইল। প্রতিপক্ষীয় ভ্রাতারা কি বুদ্ধিকে এত উচ্চ আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন? বুদ্ধিকে বড় বানাইলে কি সকল বিবাদের শেষ হইল? বুদ্ধির বিচারে কি ভ্রম নাই? ফলে যে প্রণালীতে বিচার হইতেছে, তাহাতে আদেশ (অর্থাৎ একটী বিষয়নিষ্ঠ—Objictive—ভাব)ই বলুন, বিবেক (অর্থাৎ একটী আশ্রয় নিষ্ঠভাব—Subjective Feeling)ই বলুন কিম্বা বুদ্ধি (যদ্দ্বারা ফলাফল বিবেচিত হয়) ই বলুন, তাহাতে বিনা আপত্তিতে বিবাদ মীমাংসিত হইবার নহে। তবে কি আমরা চিরকাল সংশয়ের মধ্যেই থাকিব? তাহা নয়—ঈশ্বরকে স্বীকার করুন, তাঁহার শক্তি অসীম বলিয়া মানুন, দেখিবেন তাঁহার আজ্ঞায় সকলই হইতে পারে,—দেখিবেন সকলেই বিবেকের আদেশে সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে—দেখিবেন বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইয়া দিন দিন জগতের সুখ বর্দ্ধিত হইবে।

এইক্ষণ তৃতীয় বিষয়টীর মীমাংসা হইলেই হয়। আমি উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে যদি আমার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে "আদেশবাদই" সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অর্থাৎ আদেশ, বিবেক এবং বুদ্ধি এতিনেতে বিবাদ উপস্থিত হইলে, আদেশেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে (আদেশ সূর্য্য, বিবেক মশাল, বুদ্ধি প্রদীপ, এই "প্রহেলিকার" অর্থও এই)। আদেশের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই যে বিবেক ও বুদ্ধিকে জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে এমন নয়। কেশব বাবু কি ব্রাহ্মসমাজে কখনও একথা শিক্ষা দেন নাই? কিন্তু আমাদের দেশে বহুদিন হইতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের রাজত্ব সংস্থাপিত হওয়াতে ধর্ম্মের চর্চ্চা বাহুল্যরূপে হইতে পারে নাই—রাজনৈতিক কোন কারণ বশতঃ সুসভ্য খৃষ্টানেরাও ধর্ম্মবিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সক্ষম নহেন। এদিগে জ্ঞানবিষয়ে

বিলক্ষণ শিক্ষা হইতেছে,—আজ কাল বিদ্যালয় সমূহ হইতে "মানসিক এবং নৈতিক বিজ্ঞান" উঠিয়া যাওয়াতে জ্ঞান আমাদের সমুদায় মনোযোগকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে বলিলেই হয়,—সুতরাং ক্রমে২ আমাদের ধর্ম্মভাব অগ্রে বিকৃত এবং পরে (আজ কালই) প্রায় তিরোহিত হইতে চলিয়াছে, ধর্ম্মভাবের অভাব কিংবা অবিকাশই আমাদের দেশীয় শিক্ষিতদিগের "পৌত্তলিকতা" "জাতিভেদ" ইত্যাদির নিদানভূত। এই অবস্থায় এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবকে একটী বিশেষ ঐশ্বরিক ঘটনা বলিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র বাবু, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং কেশববাবুর নাম ভিন্ন২ অর্থে সংগ্রথিত থাকিবেক। এস্থলে সকলের বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই (ঢাকাতে যাহারা ওদিন বঙ্গবাবুর উপদেশ মনোযোগের সহিত শুনিয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয় বিস্তারিতরূপে অবগত হইয়াছেন), কেশববাবু "ঈশ্বরকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা" এই উভয় বিষয়কে জীবনের লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় বিগত বিশ বৎসরের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ (আমরা এস্থলে সেই সকল অলৌকিক মহাত্মাদের সূক্ষ্ম দর্শনের কথা উল্লেখ করিতেছি না, যাঁহারা বাহিরের ঘটনার বিপরীতেও কেশব বাবুর মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিতে পারেন, যে তিনি খ্যাতি ও যশোলিপ্সায় সকল কার্য্য করিতেছেন)। যাহা হউক, এসম্বন্ধে এত কথা বলিবার কারণ এই যে এতদ্দারা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে, ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ সাধন জন্য যদি যত্নের প্রয়োজন হয়, এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত দিগের মধ্যে কেহ যদি সে যত্ন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কেশববাবুও একজন—একজন কেন, উন্নতদল তাহাকে "অগ্রণী" বলিয়াই স্বীকার করেন। সুতরাং ঈশ্বরের "আদেশ" যদি কাহারো বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে কেশবসেনের তাহা থাকা নিতান্ত অসম্ভাবিত নয়। দুঃখের বিষয় এই বিপক্ষীয় ভ্রাতারা সুস্থির করিতেছেন যে, কেশব বাবু পাগল নহেন, সুতরাং তাঁহার কার্য্যের

ব্যাখ্যায় নীচাশয়তার আরোপ না করিলে আর কোন মতেই চলে না। যাহা হউক আমি এ কার্য্যের ব্যাখ্যা যেরূপে করিতে চাই, পাঠকগণ তৎপ্রতি একটুকু প্রণিধান করুন, এই আমার প্রার্থনা। কেশব বাবু কেন একার্য্য করিলেন? তিনি মনে করেন, তিনি আদেশ পাইয়াছেন। তিনি বলেন বলিয়াই কি আমরাও তাহাই বলিব? কেহ না বলিতে চান নাই বলুন, কিন্তু যাহা সামান্য মনুষ্যেরও প্রাপ্য, আপনাদের 'অগ্রণী'কে যেন তাহাতে বঞ্চিত না করা হয়। সেই প্রাপ্য বিষয়টা কি? আপনাদের একটুকু দয়া—দয়া করিয়া আপনারা তাঁহাকে বিশ্বাস করুন যে তিনি বাস্তবিকই মনে করেন এ কার্য্যে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। আদেশ শ্রবণ সম্বন্ধে তাঁহার ভুল হইতে পারে (না হইতেও পারে), কিন্তু তিনি যে ইহাকে আদেশ মনে করেন, তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার অধিকার কাহারো কি আছে? সাধারণ মুসলমাণ এবং সের আলি ও আবদুল্লার "আদেশের" কথায় মস্তকাবনত করুন আর না করুন, কেশরবাবুর "আদেশের" কথায় একবার ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া (এবং ইচ্ছা হইল ঈশ্বরের পদে মস্তকাবনত করিয়া) তাঁহার বিচার করিবেন। আমি আপনাদিগকে "নরপূজা" করিতে কি "কৈশব" হইতে বলিতেছি না। কেশববাবু চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক, তিনি ব্রাহ্ম, তিনি আপনাদের "অগ্রণী", তিনি অন্ততঃ বিশ বৎসর যাবৎ সাধনা করিতেছেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য বহু আয়াস—বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, যেখানে সের আলী প্রভৃতি "পাপ" উত্তেজিত হইয়া নরহত্যা করিতে পারে বলিয়া বলিবেন, সেখানে কেশববাবুর "পৌত্তলিক ও বাল্যবিবাহ" অনুমোদন করাকে "ভ্রম" বলিয়া বলিলে কি আপনাদের দয়া ও উদারতা একবারে অপাত্রে বিতরিত হইল? ঠিকই হউক আর ভ্রমই হউক, কেশব বাবু যদি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে চান—তিনি যদি বিবেক ও বুদ্ধিকে ঈশ্বরের নিকট তুচ্ছ বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি যাহা "আদেশ" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাই তাঁহাকে

করিতেই হইবে—নীতি ও ফলাফল চিন্তায় তিনি পশ্চাৎপাদ হইলে অব্রাহ্মোচিত কার্য্য করিলেন। কর্ত্তব্যবোধে তিনি পৌত্তলিকতাদি অনুষ্ঠান করিলে আমরা সেইগুলিকে পৌত্তলিকতা ইত্যাদি নাম দিতে পারি, কিন্তু সেগুলিকে দূষিত মনে করিলেই কেশব বাবুর দায়িত্ব আমরা নিজের ঘাড়ে লইলাম।

আদেশের অপব্যবহার।

৪র্থ প্রস্তাব।

সমালোচক সম্পাদকের বিস্তারিত সমালোচনা প্রাপ্ত না হইলে আমি আর এ প্রস্তাবে তাঁহার বিষয় কিছু উল্লেখ করিব না। আদেশ সম্বন্ধে আমার আর যাহা বক্তব্য আছে, তাহাই বলিব।

আদেশ সম্বন্ধে বিগত তিনটী প্রস্তাবে যাহা২ বলিয়াছি, তাহাতেই এক প্রকার নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই—সত্য, জীবন্ত, কর্ম্মঠ, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন বলিয়া মানিতে গেলেই 'আদেশ,ও মানিতে হয়। ঈশ্বর আছেন অথচ জগতের কার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই, এরূপ আস্তিকতা আর নাস্তিকতায় বড় অধিক প্রভেদ নাই। যাঁহারা ঈশ্বরকে ঘড়ী নির্ম্মাতার সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিয়া দিয়া এখন জগতের এক কোণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা জানেন না যে অনীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক (Superstitious) বলিয়া উপহাস করেন। ফলে একমাত্র নিয়ম দিয়াই যদি জগতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে আর কল্পিত একটা ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? এমত অবস্থায় আস্তিকদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বাস্তবিকই কুসংস্কারমূলক। পরন্তু যাহারা একটুকু অগ্রসর হইয়া "আদেশ" মানেন, অথচ তাহাকে নীতির চতুঃসীমায় নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান, তাঁহাদের

ভ্রম প্রদর্শন করিবার জন্য আমি যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি, বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। প্রতিবাদকারী বন্ধুরা একটুকু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর নীতির সৃষ্টিকর্ত্তা, নীতি কখনই ঈশ্বরের পূর্ব্বে ছিল না। নীতি কখনই ঈশ্বরকে নিয়মিত করিতে পারে না, তিনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই নীতি, তাহাই আমাদের পালনীয়,—তিনি "যে বিধি করেন বিধি সেই হয় মঙ্গলবিধি।"

তবে যে আদেশের বিরুদ্ধে আজ কাল এত কথা শুনিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ আছে। অপরাপর অনেক উপাদেয় বিষয়ের ন্যায় আদেশেরও একটী অপব্যবহার আছে। আমার বোধ হয় যাহারা জীবন্ত ঈশ্বরের আদেশ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রকৃত লক্ষ্য আদেশ নয়, আদেশের অপব্যবহার। সুতরাং আমি এ প্রস্তাবে আদেশের অপব্যবহার সম্বন্ধে একটুকু বিস্তারিতরূপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

আমার বিবেচনায় আদেশের অপব্যবহার দুই প্রকারে হইতে পারে। আদৌ সদ্ভাব পক্ষে; দ্বিতীয়তঃ অভাবপক্ষে। সদ্ভাবপক্ষে আদেশের ব্যবহার তাহাকেই বলিব, যাহাতে মনুষ্য অজ্ঞানতা, ভ্রম, কুসংস্কার ইত্যাদি বশতঃ মনের কোন কল্পিত অবস্থাকে আদেশ জ্ঞান করিয়া থাকে। আজ কাল আমাদের দেশে ছোট লোক বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীস্থ স্ত্রী লোকদের মধ্যে যে মাঝে মাঝে কোন কোন ব্যক্তিকে "ভার" হইতে দেখা যায়, ইহাই সদ্ভাবপক্ষে আদেশের অপব্যবহার সম্বন্ধীয় একটী অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত যোগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতির "আদেশ"ও অনেক সময় এই শ্রেণীস্থ ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐতিহাসিক ঘটনা খুঁজিলে তাহাতেও ইহার বহুবিধ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, এসম্বন্ধে আমার আর অধিক ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, —প্রতিপক্ষীয় সুহৃদ্‌গণের এসম্বন্ধীয় বিশ্বাস অটল, দৃষ্টান্ত

চাহিলে তাঁহারা গণ্ডায়২ তাহা উপস্থিত করিতে পারেন। অজ্ঞানতাই এ প্রকার ভ্রমের কারণ। এই অবস্থায় মনুষ্য যেমন যে-সে বস্তুতে ঈশ্বর দেখিতে পায়, তেমন তাহাদের অমার্জ্জিত বিবেক যে-সে কথায়ই "আদেশ" শ্রবণ করিয়া থাকে,—পুরাকালীয় মনুষ্যের ভয় যেমন ভক্তি স্থলীয় হইয়া আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতির জন্য তাহার উপাসনা আকর্ষণ করিয়াছে, তেমন তাহার অমার্জ্জিত কল্পনা, রুচি, আশা, ভরসা ইত্যাদিই আদেশের কার্য্য করিয়াছে।

অভাব সম্বন্ধীয় ভ্রমটী প্রাগুক্ত ভ্রমের সংপূর্ণ বিপরীত। ইহাতে লোকেরা প্রকৃত আদেশকে আদেশ বলিয়া মানে না। এই অবস্থায় তাহারা যাহা করে তৎসমুদায়ই তাহাদের নিজের কার্য্য। অবিশ্বাস এবং ভক্তিবিহীনতাই এই ভ্রমের মূলীভূত। জ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা মনুষ্য যতই নৈসর্গিক ঘটনাবলীর কারণ উপলব্ধি, এবং তাহার অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয়,ততই তাহার ভক্তির লাঘব হওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে। এমন অবস্থায় প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর অপ্রত্যক্ষ একজন নিয়ন্তার কথা তাহার মনে স্থান না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নৈসর্গিক নিয়মের অনুরোধে যদিও তাহাকে সময়২ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে হয়, তথাচ এই অৰ্দ্ধ বিশ্বাস দ্বারা কার্য্যকালে তাহার বড় একটা সাহায্য হয় না—সন্দিগ্ধচিত্তে সে ঈশ্বরের স্পষ্ট আদেশকেও কল্পনার কার্য্য মনে করিতে পারে।

আদেশ সম্বন্ধীয় এই দুই প্রকার ভ্রমের মধ্যে কেহ বা সদ্ভাব এবং কেহ বা অভাব সম্বন্ধীয় ভ্রমটীকে গুরুতর ও অধিক ক্ষতিকর মনে করে। আমার বিবেচনায় এতদপেক্ষা আর একটী গুরুতর প্রশ্ন এই যে, এদেশে আজ কাল আদেশ সম্বন্ধীয় মতটী ঠিক আছে কিনা, এবং যদি না থাকে, তবে আমাদের ভ্রম সদ্ভাব সম্বন্ধে না অভাবসম্বন্ধে? আমাদের প্রতিপক্ষীয় বন্ধুগণ মনে করেন আজ কাল এদেশে আদেশ সম্বন্ধে সদ্ভাব সম্বন্ধীয় ভ্রমই অধিক। সমুদায় দেশের কথা যদ্রূপই কেন হউক না, ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির

প্রাচুর্য্য এত হয় নাই যে, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে। ফলে কয়েকটী প্রচারক ভিন্ন আমাদের মধ্যে আর কোথায় ভক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়? যদি একটুকু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়রূপেই প্রতিপন্ন হইবে, দিনং ব্রাহ্মসমাজ হইতেও ভক্তি এবং বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে—যেখানে পূর্ব্বে ১০ জনকে সমাজে যাইতে দেখিতাম, আজ কাল তথায় ২। ৪টী দেখা যায় কিনা তাহাতেও সংশয় আছে—পূর্ব্বে যেখানে সমাজের কার্য্যের জন্য শারীরিক ও মানসিক এবং আর্থিক সাহায্য অকাতরে বিতরণ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, আজ কাল সেখানে সমাজের কোন কথা কর্ণে শুনিতেও কষ্ট বোধ করিয়া থাকি। এ সকল ভক্তির চিহ্ন কি ভক্তির অভাব জ্ঞাপক, সুবিজ্ঞ পাঠকই তাহার বিচার করুন্।

ব্রাহ্মসমাজের এই শোচনীয় অবস্থার সহিত দেশের ভাবি মঙ্গলামঙ্গলের সম্বন্ধ কি, এইক্ষণ তাহারই বিচার করা বিধেয়। ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলার্থী মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, হতভাগ্য ভারতভূমির পুনরুত্থানের যদি কিছু মাত্র সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা সমুদায় ভারতের একতাতেই। একতা বন্ধনের অন্যান্য উপায় থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মই উহার শিরোভূষণ—আর সকল থাকিলেও এক ধর্ম্মের অভাবে, তাহার কোনটাই কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। আমি ব্রাহ্মদের সহিত বিচার করিতেছি বলিয়া এ সকল কথার কোন প্রমাণ দিতেছি না—দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি না। অন্ততঃ ব্রাহ্মেরা জানেন যে ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজের বন্ধন কখনই অব্যাহত থাকিতে পারে না।

এক ভক্তির অভাব সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিবার কত বড় একটী গুরুতর উপায় আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা জানা যায়। দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন নৈতিক অনুচ্চতা সম্বন্ধে আমাদিগকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি আমরা আজও বিস্মৃত হই নাই। এ সম্বন্ধে এতদিনে হয়তো আমাদের ক্রোধ, বিদ্বেষাদি চলিয়া গি-

য়াছে। এইক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাই কি বোধ হয় না যে, লর্ড লিটন বড় অধিক অত্যুক্তি করেন নাই? বিচার কার্য্যে আমাদের দেশীয় লোকদের কোন দোষ না থাকিতে পারে। কিন্তু শাসন সম্বন্ধীয় উপযুক্ততার পর্য্যবসান একমাত্র বিচার কার্য্যেই হয় না,—ইহাতে সুপ্রশস্ত সহানুভূতি, সমুদার সরলতা,সুমহান্ আত্মবিস্মৃতি, অকপট বিশ্বাস প্রকৃত আত্মাদর প্রভৃতি আরো কতকগুলি উচ্চতম নৈতিক গুণের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কি সেই গুণগুলি বাহুল্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়? বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদের মধ্যে এ সকল গুণের অসদ্ভাব প্রচুর। বিদেশীয় রাজপুরুষগণ তো দূরেরই কথা, আমরা আমাদের দেশের লোক, পরিবারবর্গ, এমন কি স্বস্ব সন্তান সন্ততির সহিত উচ্চতম সহানুভূতি রাখি কি না তদ্বিষয়েও বিলক্ষণ সংশয় আছে। যদি আমরা আমাদের পুত্র কন্যাগণকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে নিজের অসুবিধার দিগে দেখিয়া কোন দিনই বাল্যবিবাহ এবং চিরবৈধব্যের অনুমোদন করিতাম না,—প্রকৃত স্বদেশানুরাগের কণামাত্র দ্বারাও যদি আমাদের বক্ষঃস্পন্দিত হইত, তাহা হইলে আজি আর আমাদের কৃতবিদ্যেরা কপট জাত্যভিমান দ্বারা দেশকে কলঙ্কিত করিতেন না—আজি যদি আমাদের মনে একটুকু প্রকৃত আত্মাদর থাকিত, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষিতেরা কখনও মৃণ্ময় পুত্তলিকার চরণে মস্তকাবনত এবং আত্মগৌরব বিচূর্ণিত করিতেন না। আমরা নিজেরা আমাদের এসকল দোষ দেখিতে পাই আর না পাই, বিদেশীয় সূক্ষ্মদর্শী রাজপুরুষেরা ইহা অবশ্যই দেখিতে পান। দেশের এই দুরবস্থার কারণ কি অবিশ্বাস নয়? ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত অতীব সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে প্রকাণ্ড২ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। কেশব বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যখন জাতিত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে অন্যান্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেমন দেশ দেশা-

ন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল, তেমন রাজপুরুষদের নিকটেও আমাদের গৌরব বাড়িতে আরম্ভ করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার যখন তাঁহার অর্দ্ধবিশ্বাসী শিষ্যেরা তুষ্ণীম্ভাবালম্বনপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত ভক্তির বন্ধনকে শ্লথ করিতে লাগিল, তখন হইতে পুনরায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাদর হইয়া উঠিল,—অবিশ্বাস, কপটতা, ফলাফল চিন্তা, সাবধানতা ইত্যাদি কৃতবিদ্য দিগের ইহ পরকালের গৌরব হরণ করিতে লাগিল।

ভক্তির অভাবে কেমন করিয়া এসকল শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হয়, তদ্বিষয় বিস্তারিতরূপে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে কিছুই লিখা যায় না। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভক্তির ত্রুটি হইলেই জীবন্ত, জাগ্রত ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মে। তখন আমরা আমাদের কার্য্যের বিচারক, আমাদের আত্মসন্তুষ্টি ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। সুতরাং যে কার্য্যদ্বারা নিজের মনের সন্তুষ্টি জন্মে তাহাই করি এবং বলি, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। অবিশ্বাসী ব্রাহ্মদের এই কুদৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজপর্য্যন্ত সংক্রামিত করিয়াছে—পৌত্তলিকেরা পর্য্যন্ত বিশ্বাসহীন হইয়া নানা অসৎকার্য্য (যাহা পুর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হইত না) করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মন্তব্য হিন্দুরা যেমন তাঁহাদের ইষ্টকার্য্যে নিষ্ঠাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, তেমন মিথ্যা কথা, পরের অনিষ্টসাধন, পরধনে লোভ ইত্যাদি পাপাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

উপসংহারকালে আমি প্রতিবাদকারী বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "আদেশের" প্রতি এই দুর্গতিজনক সংশয় উত্থাপন করিয়া অবিশ্বাসের স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত করা উচিত কি না ? আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মকে দণ্ডায়মান দেখিয়া অবিশ্বাসী, অনীশ্বরবাদী কতকগুলি লোক যে ভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে, তাহা দেখিলেও যে হৃৎকম্পোপস্থিত হয়। প্রতিবাদী বন্ধুদের কথাতেই আমি তাঁহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তাঁহারা কি দেখিতেছেন যে, আদেশের বিরুদ্ধে যাইয়া তাঁহারা কি সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছেন ?

আদেশের সদ্ব্যবহার।

বিগত ৮ই বৈশাখের সমালোচক দেখিয়া যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ২২শে বৈশাখের সমালোচকে আমার প্রস্তাবের তদ্রূপ সমালোচনা না দেখিয়া আমি বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হইলাম। সম্পাদক মহাশয় মনে করিতেছেন, আমার লিখিত প্রস্তাবগুলিতে সমালোচনার উপযুক্ত কিছুই নাই; অথচ সেই সকল প্রস্তাবের লিখিত বিষয়টী উপলক্ষ করিয়া তিনি তাঁহার পত্রিকার প্রায় সম্পূর্ণ এক স্তম্ভ পরিমাণ স্থান নষ্ট করিয়াছেন। জাতিত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, ইত্যাদি বিষয়ে কেশব বাবু আমাদের অগ্রণী কি না, এ প্রশ্নটী নিতান্ত গুরুতর হইতে পারে,—কোন একটী বিষয়ে দুই জনের আদেশ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে বাস্তবিকই সম্পাদক মহাশয়ের ঘোরতর সংশয়োপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমার সহিত বিচার করিবার কালে এতদপেক্ষা আরো যে গুরুতর কয়টী প্রশ্ন তাঁহার বিচারের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তাহা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন? ২রা বৈশাখের ঢাকাপ্রকাশের এক স্থানে আমি বলিয়াছি, "* * * এখনও সম্পাদক মহাশয়ের সকল কথার উত্তর দিতে হইলে আমার সেই কয়টী কথারই পিষ্টপেষণ করিতে হইবে। অতএব আমার বোধ হয়, অগ্রে বিচার্য্য বিষয় কয়টী অবধারিত করিয়া লইলেই ভাল হয়। আমি নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়ের বিচার করিতে চাই।—

১ম, সত্য, জীবন্ত, কর্ম্মঠ, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে 'আদেশ'ও মানিতে হয়।

২য়, 'আদেশের' বিচার 'নীতিশাস্ত্র' কি বুদ্ধিনিষ্পন্ন ফলাফল বাদদ্বারা হইতে পারে না।

৩য়, কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ 'বাল্যবিবাহ এবং পৌত্তলিক বিবাহ' হইতে পারে, কিন্তু 'অব্রাহ্মবিবাহ, নহে'। আমার বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় যদি এই তিনটী বিষয়কে "প্রশ্নের" আকারে রাখিয়া

তাহার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে অপেক্ষাকৃত অধিক বাধিত করিতেন। সম্পাদক মহাশয়ের স্মরণ রাখা উচিত যে,সত্যানুসন্ধানই আমার লক্ষ্য ; তদ্বিষয়ে যদি তিনি আমার সাহায্য করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে আমি বৃথা তাঁহার ও আমার সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহি।

এক্ষণ আদেশের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তদ্বিষয়ে কিছু বলা বিধেয়। আদেশের অপব্যবহার কাহাকে বলে, গত প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ আদেশের অপব্যবহার লইয়া আমাদের যত বিবাদ, সদ্ব্যবহার লইয়া যে তত নয়, তাহাও সেই প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোন বস্তুর অপব্যবহার হয় বলিয়া কি তাহার সদ্ব্যবহারও করিতে নাই? তাহা হইলে বোধ হয় আমরা কোন কার্য্যই করিতে পারি না। কেননা, সংসারে এমন কোন কার্য্য নাই, স্বাধীন মনুষ্যকর্ত্তৃক যাহার অপব্যবহার না হইতে পারে। আহারদ্বারা শরীর রক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে একটি বিশেষ কর্ত্তব্য ; কিন্তু মনুষ্য যে সদ্ভাব এবং অভাব উভয়দিক দিয়া অহরহঃ ইহার অপব্যবহার করিতেছে তাহা কে না জানে? কিন্তু এজন্য কি আহার করা অবৈধ বলিয়া অবধারিত হইবে? যদি তাহাই না হয়, তবে অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা আদেশের বিরুদ্ধে কেন খড়্গ হস্ত হইয়া দাঁড়াইব? শরীর রক্ষার জন্য আহারের যতটা প্রয়োজন, আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আদেশের আবশ্যকতাও ততটাই। সুতরাং আহারের উচিত ব্যবহারের জন্য যদি যত্নের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আদেশের উচিত ব্যবহারের জন্যও আমাদের চেষ্টা করা বিধেয়। বিশেষ এই যে, আহার সম্বন্ধীয় ভ্রমের হস্ত হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখিবার জন্য শরীরের মধ্যে যে সকল কৌশল রহিয়াছে, আদেশ সম্বন্ধীয় ভ্রমাপনোদনের জন্য কার্য্যকর তদ্রূপ কোন উপায় অবধারিত নাই। সুতরাং এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষরূপে সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে কোন্২

বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজন, এইক্ষণ সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

১ম, সৎশিক্ষা। জ্ঞানার্জ্জনদ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইলে, আদেশ সম্বন্ধে যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিতে পারে, গত প্রস্তাবে তাহার আলোচনা হইয়াছে। ফলে মনুষ্যের অন্যান্য বিষয়ক উন্নতির ন্যায়, ধর্ম্ম এবং আদেশ সম্বন্ধীয় উন্নতিও বহুলাংশে শিক্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু শিক্ষা শব্দটী আজ কাল যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যে আদেশ সম্বন্ধীয় ভ্রমের হস্ত হইতে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, গত প্রস্তাবেই তাহা আলোচিত হইয়াছে। ফলে শিক্ষাকার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন না হইয়া একদেশব্যাপী হইলে, তাহা কখনও সৎশিক্ষা নামের বাচ্য হইতে পারে না,—নিশ্চয় তাহাতে বিষময় ফল ফলিবেই ফলিবে। আমাদের দেশের ইদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীকে এজন্য এক দেশব্যাপী বলি যে, তাহাতে জ্ঞানোন্নতির জন্য যত, বিবেক ও ধর্ম্মোন্নতির উপায় ততটা অবলম্বিত হয় না।

২য়, সদ্দৃষ্টান্তানুসরণ। আমাদের দেশে একেতো শিক্ষা প্রণালীটী অপূর্ণাঙ্গ, তাহাতে আবার চতুর্দ্দিকের অবস্থাগুলি এমত নয় যে, তাহার সাহায্যে আমাদের মানসিক ধর্ম্মভাবগুলি উচিতরূপে বিকাশিত হইতে পারে। বিদ্যালয় গুলিতেতো ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই, আমাদের গৃহ গুলির অবস্থাও তদপেক্ষা বড় উচ্চতর নহে। আমাদের পিতা, মাতা, পরিবার, ব্রাহ্মই হউন, আর পৌত্তলিকই হউন, তাঁহাদের বাহ্য ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে নিষ্ঠারাহিত্যের ভয়ানক একটী ভাব এমনই কৌশলের সহিত তাহার বিকটাস্য ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে যে, ঈশ্বর বিহীন বিদ্যালয়ের অসাবধান ছাত্রেরা অনায়াসে তাহাতে কবলিত হয়। যেখানকার বিদ্যালয় এবং ঘরের অবস্থা এরূপ, তথাকার লোকের কার্য্য ক্ষেত্র কদাপি এতদপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং হাটে, ঘাটে, মাঠেও আমরা কেবল অবিশ্বাস ও ভক্তিবিহীনতার চিহ্ন দেখিতে পাই।

অস্মদ্দেশীয় এই ঘোরতর বিপ্লব এবং পরিবর্ত্তনের সময় এরূপ হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই অবস্থায় সাবধান হইয়া না চলিলে, আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া অবশেষে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। ইহার প্রতীকার কিরূপে হইতে পারে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহার বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার বিবেচনায় আমাদের যুবা এবং শিশুদের জন্য অনেক উপযুক্ত প্রচারকের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে একটী বোর্ডিং স্কুল (যে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দিবা রাত্রি তথায় বাস করে) সংস্থাপিত হওয়া উচিত। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ব্রাহ্মিক আদর্শের অনুরূপ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি সেই শিক্ষা প্রণালীকেই ব্রাহ্মিক আদর্শের অনুরূপ বলি, যাহাতে মিল্, স্পেন্সার, হক্স্‌লী, টিণ্ডেল প্রভৃতি এবং হেমিল্‌টন্, নিউমেন, কব্, পার্কার, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব ইত্যাদির তুল্য আদর। এরূপ স্কুলে যেমন জ্ঞান, তেমন বিবেক ও ধর্ম্মোন্নতির উপায় তুল্য। এদিকে প্রচারকের উন্নত দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুদের ধর্ম্মজীবন সংঘঠিত হওয়ারও সূত্রপাত হইবে।

৩য়, ধর্ম্মসাধন।—বোর্ডিং স্কুল দ্বারা ধর্ম্মজীবন সংগঠিত হওয়ার সূত্রপাত মাত্রই হইবে, গঠিত হইবে না। এই জীবন সংগঠনের জন্যই সাধনার প্রয়োজন। সাধনা দ্বারা বিদ্যালয়ের অর্জ্জিত সত্যগুলিকে জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যালয়ে সৎশিক্ষা লাভ করিলেই অনায়াসে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায়। ইহা তাঁহাদের ভ্রম—কোন ব্যবসায়ই এমন নাই, যাহা পুথিগত বিদ্যা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। বরং সকল ব্যবসায়াতেই এরূপ দৃষ্ট হয় যে, কার্য্যদক্ষ শিক্ষকের নিকটে থাকিয়া কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সকলে কিছু ধর্ম্মকে ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করিবে না। কিন্তু ধর্ম্মকে ব্যবসায়রূপে অবলম্বন না করিলেও সকলের পক্ষেই ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন রহিয়াছে—কেননা ধর্ম্মই আমাদের জীবনের

লক্ষ্য, ধর্ম্মার্জ্জনই আমাদের চরম উদ্দেশ্য। সুতরাং জীবনের অবলম্বিত ব্যবসায় শিক্ষার সঙ্গে২ যেমন সকলে আহার, ব্যায়াম, নিদ্রা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া থাকে, তেমন ব্যবসায়রূপে যাহারা ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তাহাদের সাধনাদ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা করা উচিত।

আদেশবাদ—উপসংহার।

বহুদিন পরে আমি আমার প্রস্তাবের উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই কালবিলম্বে বিশেষ কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না,—ইহাতে বরং উপকারই হইয়াছে। কারণ একাল মধ্যে আদেশ সম্বন্ধে প্রতিবাদী ভ্রাতাদিগের মত একপ্রকার জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গের অবগত্যর্থে নিম্নে আমি তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিলাম।—

"** মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য দেখা অভ্যাস করিতে হইবে" বিজয় বাবুর উপদেশ, তত্ত্বকৌমুদী—২১ পৃষ্ঠা।

"এ অবস্থায় আত্মা সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত থাকে।" ইত্যাদি। সম্পাদকীয় উক্তি, তং কৌং, ২৬ পৃষ্ঠা।

"যিনি যে কার্য্য করুন্ তাহাতে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া নিযুক্ত হইতে হইবে।" বিজয় বাবু, তং কৌং, ৩০ পৃ।

"তোমার যে কার্য্য তাহাই তুমি পরমেশ্বরের কার্য্য বলিয়া সম্পাদন কর।" বিজয় বাবু, তং কৌং, ৩১ পৃ।

"* ঈশ্বরের সহিত আত্মার একতা হয়।" উমেশ বাবু, তং কৌং, ৪৫ পৃ।

"ঈশ্বর ডাকিতেছেন, এই নিমন্ত্রণে সকলে একত্রিত হও।" শিবনাথ বাবু, তং কৌং, ৬৯ পৃ।

"** অন্তস্বর ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। মনুষ্য যাহা বলে

তদপেক্ষা ঈশ্বরের বাক্য কি অধিক বিশ্বাস্য নহে? * * এই আশার কথা ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন।" উমেশ বাবু, তং কৌং, ৯২ পৃ।

"* * আমাদের প্রভুর ইচ্ছার উপর সংপূর্ণরূপে নির্ভর করা।" সম্পাদকীয় উক্তি ব্রাহ্ম পব্লিক্ ওপিনিয়ন্, ১৬৪ পৃ।

"* আমরা সর্ব্বদা সকল বস্তুতে আমাদের ঈশ্বরকে অনুভব করিতে না পারি ইত্যাদি। * * ছোট বড় সকল বিষয়েই ঈশ্বরের বিধান দেখা শিক্ষা করিতে হইবে ইত্যাদি। * * জীবন জটিল চক্রের মধ্য দিয়া পথ প্রদর্শন করণার্থ প্রেম ও জ্যোতির ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর আলোক প্রদান করিবেন। * * তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য দিন যামিনী প্রভুর দ্বারে উপস্থিত থাক। আত্মার গভীরতম স্থানে তাঁহার শব্দ মৃদুস্বরে শুনিতে পাওয়া যায়" ইত্যাদি, ব্রাং পং ওং, ২০২ পৃ।

"* এই আন্দোলনে আমরা ঈশ্বরের অঙ্গুলি দেখিতে পাইয়াছিলাম" ইত্যাদি। ব্রাং পং ওং, ২১৩ পৃ।

এতদ্রূপ স্পষ্ট এবং অস্পস্ট আদেশের মত প্রতিপক্ষীয় বন্ধুদের লেখার নানা স্থানে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত আমাদের মতগত প্রভেদ কি তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, আদেশ সম্বন্ধীয় আমার প্রথম প্রস্তাব হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত সতত থাকিতে চান—তিনি তাঁহার হৃদয়ের ধনকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোকের বাহির করিতে চান না। দয়াল যদি তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে সেই সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া যান—তিনি নিজে আর কিছু চান না, করেন না। তিনি দেখেন ঈশ্বরই তাঁহা দ্বারা সকল করাইতেছেন।" ঢাকাপ্রকাশ, ৫ই চৈত্র। ১২৮৪। ১০ পৃ।

আমার মতে আর ভ্রাতাদের মতে পার্থক্য কি নিরপেক্ষ পাঠক তাহার বিচার করুন্। এসম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ষ্টেট্‌স্‌মেন্ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক কি বলেন, পাঠক একবার তাহাও শ্রবণ করুন্।

" আদেশের মত বিষয়ে উভয় দলে মতগত বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। বাবু দুর্গামোহন দাস, আমরা যাহাকে প্রতিবাদকারী দলের সুচতুর প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, তিনি বিনা আপত্তিতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকর্ত্তৃক বিবৃত মতটী গ্রহণ করিয়াছেন। * * * মতসম্বন্ধে উভয়দলের একতা রহিয়াছে; কেবল একটী বিশেষ কার্য্যে সেই মতটীকে খাটান বিষয়েই তাঁহাদের পার্থক্য।" ষ্টেট্‌, সায়ংকালীন অতিরিক্ত, ৩১শে মে, ১৮৭৮ ইং, ১ পৃ।

ফলে আমিও বারংবার চীৎকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে মতগত কোন পার্থক্য নাই।

দুর্গামোহন বাবুর তর্ক এবং বিচার দেখিয়া ষ্টেটস্‌মেন্ সম্পাদক কুচবিহারের বিবাহকে দূষিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্বসম্বন্ধে বিলক্ষণ সংশয়ও প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গামোহন বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ ষ্টেটস্‌মেনের লেখায় কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, এরূপ বিবাহে আদেশের মত খাটান যদি অন্যায় হয়, তাহা হইলে আদেশের মতই ভ্রমাত্মক। আদেশের মত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে কি না, চিন্তাশীল প্রতিবাদকারী ভ্রাতারাই তাহার মীমাংসা করুন্।

কুঁচবিহারের বিবাহ আদিষ্ট হইতে না পারিলে আদেশের মতটীই ভ্রমাত্মক বলিয়া আমি উল্লেখ করিলাম। ইহা সত্য কি না, এইক্ষণ তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। আদেশের মতটী কি? বিজয়বাবু বলেন, " মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য দেখা অভ্যাস করিতে হইবে।" অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরপরায়ণ ব্রাহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। সরলার্থে গ্রহণ করিলে কেশববাবুর কার্য্যে এই বাক্যের অনুসরণ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কুটিল কালের গতি এমনি যে, আজ

কাল সরল বিশ্বাসীর অন্ন মিলে না, আজকাল আর সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিলে চলিবে না, বিবেককে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁহার কথা শুনিতে হইবে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, বিবেক না ঈশ্বরের প্রতিনিধি ? যদি তাহাই হয়, তবে আসল উপস্থিত থাকিতে নকলের প্রয়োজন কি ? আমার বোধ হয় বিবেক সম্বন্ধে ভ্রাতাদের একটুকু গোল আছে। বিবেক শব্দটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক অর্থে ইহা নীতিকারদিগের কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বুঝিবার জন্য একটী মনোবৃত্তিমাত্র। আর এক অর্থে ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করিবার যন্ত্র। এই শেষোক্ত অর্থে বিবেক কখনই আদেশের পরীক্ষক হইতে পারে না,—কেননা আদেশ হইলেই বিবেককে তাহা শুনিতে হইবে। সুতরাং প্রতিবাদকারী বন্ধুগণ যে বিবেকদ্বারা আদেশের পরীক্ষা করিতে চান, তাহা নৈতিক বিবেকই। কারণ এই বিবেকের সহিত সাক্ষ্যাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের কোন সংস্রব না থাকিলেও ঈশ্বরই ইহার নির্ম্মাতা। সুতরাং বিবেকের কার্য্যকে ঈশ্বরের কার্য্যই বলিতে হইবে। এই বিবেককে আদেশের পরীক্ষক করিলে আপাততঃ কিছু সুবিধাও দেখা যায়। বহুদিনের পরীক্ষায় বিবেক নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদায় তত্ত্বই আবিষ্কার করিয়াছে। কর্ত্তব্য (বিবেকবাদীদিগের আদেশ) সম্বন্ধে আজ কাল আর বড় গোল হইবার সম্ভাবনা নাই—নীতিশাস্ত্রের কোন পুস্তক অধ্যয়ন করিলেই কর্ত্তব্য বা আদেশ জানা যায়।

কিন্তু আমার বিবেচনায় এই দৃষ্টতঃ সুবিধার মধ্যেও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। আদৌ এই নৈতিক বিবেককে নেতা করিলে অনেক সময়ে জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ না হইতে পারে (অনেকে মনে করিতে পারেন—এবং করিয়াও থাকেন যে—শুদ্ধ নৈতিক কার্য্য করিলেই ঈশ্বরের কার্য্য হইল। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎযোগের হিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে) দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাম অনন্ত ঈশ্ব-
আদেশকে মনুষ্যকৃত নীতিশাস্ত্রের চতুঃসীমায় নিরুদ্ধ করিয়া রা-

খিতে হয়। তৃতীয়তঃ আদেশের পরীক্ষা বিবেকদ্বারা করিলেও ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

বিবেকবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তিটাই গুরুতর। কারণ আদেশবাদের সহিত ইহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে—আদেশের বিরুদ্ধে যাহা বলা যায়, ঠিক তাহা এই মত সম্বন্ধেও খাটে। কুঁচবিহার বিবাহের সহিত প্রতিবাদকারী ভ্রাতাদের কয়েকটী কার্য্যের তুলনা করিলেই আমার কথা প্রমাণিত হইবে। কুঁচবিহার বিবাহ "অনৈতিক" বলিয়া ভ্রাতারা তাহাকে আদেশ বলিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু পাত্রীর ১৪ এবং পাত্রের ১৮ বৎসরে বিবাহ হইলে ইহাই "আদেশ" হইত। কিন্তু ভ্রাতাগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আর একটী উচ্চতর নীতির উপদেশ মতে এই "আইন সঙ্গত" বিবাহও অনৈতিক। ওদিন বিজয় বাবু ঢাকাপ্রকাশে "ভবিষ্যদ্বক্তা," "মহাপুরুষ," "মধ্যবর্ত্তী," ইত্যাদি সম্বন্ধে যে "আদেশ" প্রচার করিয়াছেন, আমরা নিশ্চয় জানি, বাস্তবিক ঘটনা তাহার সংপূর্ণ বিপরীত। অথচ তাঁহার বন্ধুগণ ইহাকেই "আদেশ" বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন! কেশব বাবুর বক্তব্য না শুনিয়া তাঁহার বিচার করাকে ভ্রাতাগণ 'আদেশ' মনে করিতেছেন, অথচ আমরা আর এক 'নীতির' কথা জ্ঞাত আছি, যাহাতে এ কার্য্যটী নিতান্ত দূষিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় (ষ্টেট্‌স্‌মেনের খ্রীষ্টীয়ান সম্পাদকও সেনীতির কথা জ্ঞাত আছেন)। বিবেকের মস্তকে জলাঞ্জলি দিয়া বঙ্গবাবু প্রতিবাদকারীদের মতে মত না দেওয়াতে, তাঁহার শাস্তি হওয়া যদি নীতি বিগর্হিত কার্য্য না হয়, আমরা জানি না, এই ধরাধামে আর গর্হিত কার্য্য কি আছে। অথচ ভ্রাতাদের নিকট ইহাই উৎকৃষ্ট নৈতিক কার্য্য। এ সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমি এরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না যে, ভ্রাতারা জানিয়া শুনিয়া এ সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে পারি—কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, নৈতিক বিবেককে নেতা করিলেও সময়২ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। (পরন্ত আমি ইহাও বলি যে, ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও মনুষ্যের পক্ষে

বিবেকের আজ্ঞা অবহেলন করা কোন মতেই বিধেয় নহে। এজন্যই চির কাল লোকেরা পরস্পরের বিবেককে সম্মান করিয়া থাকে।)

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আর নীতি দিয়া আদেশের বিচার করিবার ফল কি? যেসর্ষপদ্বারা ভূত ছাড়াইতে হয়, সেই সর্ষপে ভূত থাকিলে আর উপায় কি? ফলে নৈতিক বিবেকই বলুন, আর আদেশই বলুন, উভয়েতেই অপূর্ণ ও দুর্ব্বল মনুষ্যের ভ্রমে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই হিন্দুগণ বেদ, খ্রীষ্টীয়ানেরা বাইবেল, মুসলমানেরা কোরাণ ইত্যাদি পুস্তকের সৃষ্টি করিয়া তাহার চতুঃসীমা মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের আদেশকে নিরুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ একবার পুস্তকের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবার কি 'আদেশের' ভয়ে 'নীতি শাস্ত্রের' হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন? আমরা যখন পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রত্যয় এবং সহজ জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সংস্থাপন করি, তখনও তো আমাদের শত্রুরা নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে, আজ কি আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি না? তবে হে ব্রাহ্মবন্ধুগণ! আদেশসম্বন্ধে আর আপনাদের ভয় কেন? স্বচ্ছন্দমনে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে থাকুন—শান্ত সমাহিত চিত্তে দীনভাবে দয়ার সাগর পিতার দ্বারে দিনযামিনী পড়িয়া থাকুন, আদেশ শুনিতে পাইবেন, পাপের দুর্জ্জয় পরাক্রম পরাজিত হইবে এবং আপনারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবেন। নিরর্থক দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আর হীনবল করিবেন না।

আদেশবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এক প্রকার শেষ হইল। কোন একটী ব্রাহ্মও যদি মনোযোগের সহিত আমার প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের এই গূঢ় মতটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহা

হইলেই আমি আমার শ্রমসফল হইল মনে করিব। যাঁহাদের সহিত আমার মতদ্বৈধ রহিয়া গেল, তাঁহারা নিজে হয়তো তজ্জন্য আমাকেই দোষী মনে করিতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ আমি দেখিতে পাই না। সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি সকলের নিকট হইতেই সাহায্য লইতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমাকে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে স্বীকার করিতে হইতেছে যে প্রতিপক্ষীয় ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকে দৈববক্তার উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া আমার মতটীকে ভ্রান্ত, ভয়ানক, পাপপ্রণোদক ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু কেহই সদ্যুক্তি প্রদান করিয়া আমার মতটীকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। সমালোচক সম্পাদককে এ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, তিনি উপযুক্তরূপে বিচার করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অবশেষে তিনিও দৈববক্তা হইয়া পড়িলেন! যাহা হউক, যদি এখনও কেহ সুযুক্তি দিয়া আমার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে আমি আহ্লাদের সহিত পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে যদি কেহ বিচার করিতে চান, তবে তিনি নিম্নলিখিত কয়টী কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১ম। জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে আদেশ মানিতে হয়।

২য়। আদেশকে নীতির চতুঃসীমায় নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না।

৩য়। এ প্রকার আদেশ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেশব বাবু স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়াতে তিনি কখনই ব্রাহ্মদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২১	করে	করেন
১০	১	নরবকান্ত	নবকান্ত
১২	২	বস্তুতই	বস্তুতঃই
১২	৬	সম্বন্ধে	সম্বন্ধে
১৪	৭	এরূর	এরূপ
১৪	১০	অসন্তব	অসম্ভব
১৫	২	ত্রুটী	ত্রুটি
১৫	১০	ভ্রুণহত্যা	ভ্রূণহত্যা
১৬	২১	য়াহা	যাহা
১৯	১৪	সন্তাবনা	সম্ভাবনা
১৯	১৯	বিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসা
২০	১২	রিবেকের	বিবেকের
২২	৬	বলুল	বলুন
২২	১৫	হইল	হইলে
২২	২৫	দুদ্ধিকে	বুদ্ধিকে
২৪	৪	কথনই	কখনই
২৪	১১	পন্দেহ	সন্দেহ
২৪	১৭	ব্যবহার	অপব্যবহার
২৪	২২	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
২৪	৬	য়ে	যে

Ray, Durga Das.
Adesabada
ebam tatsamva-
ndhiya bicara

BL 1235 Ray, Durga Das.
.R25 Ādeśabāda
ebaṃ tatsaṃva-
ndhīya bicāra